বাঙালির সমুদ্র-মন্থন

কলির সমুদ্র-মন্থন

[ত্রয়াঙ্ক রঙ্গনাট্য]

মিনার্ভায় অভিনীত—

প্রথমাভিনয় রজনী—১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

বাকুলিয়া গ্রাম, জেলা হুগলী

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
ও
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর
সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীললিতমোহন রায়।
ললিত প্রেস
১১৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলির নীলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ডূষে
যাঁরা পান ক'রেছেন, আমার সেই কেরাণী
ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক
উৎসর্গ করিলাম।

চরিত্র।

মহাদেব, পার্ব্বতী, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রমথগণ, যোগিনীগণ প্রভৃতি

তরুণ	বাঙ্গালী যুবক
ভজহরি	তরুণের প্রতিবেশী

তরুণের পুত্র কন্যাগণ :—

গদাই, ননি, খেঁদু, নেদু, মেদু

ভদ্রকালী	তরুণের স্ত্রী,
পদ্মরপিসী	ভদ্রকালীর প্রতিবেশিনী

কেরাণী, কন্যাদায়, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, সন্ন্যাসীগণ, বিভিন্নজাতীয় ব্যক্তিগণ
স্যাকরা, পাওনাদার, কাবলীওলা, ঢাকী।

প্রথম অভিনয় রাত্রির পাত্র পাত্রীগণ।

তরুণ—	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
মহাদেব—	,, প্রভাত চন্দ্র সিংহ
নন্দী—	,, রণজিৎ রায়
ভৃঙ্গী—	,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
কেরাণী—	,, সুরেন্দ্র নাথ রায়
ইংরেজ—	,, সুশীলচন্দ্র ঘোষ
ফরাসী—	,, সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পেশোয়ারী—	,, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
মাড়োয়ারী—	,, উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
চীনে—	,, অমূল্য চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উড়ে—	,, যুগল কিশোর দে
কাবুলী—	,, বিজয় কৃষ্ণ মিত্র
ভিক্ষুক—	,, যুগলকৃষ্ণ পাল
ডিস্‌পেপসিয়া—	,, ধীরেন্দ্র নাথ বসু
পার্ব্বতী—	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
ভদ্রকালী—	,, বেদানাবালা
কন্যাদায়—	,, হেনা
পদ্মরপিসি—	,, রাণীসুন্দরী

পার্ব্বতী সঙ্গিনীগণ—

আশমানতারা, হিঙ্গনবালা, শ্যামলতা, তারাসুন্দরী, ২নং রেণুবালা, রাণীবালা, রাণীসুন্দরী, দুর্গারাণী, ননীবালা, বীণাপাণি, তারকবালা, শীতলা।

প্রস্তাবনা।

পার্ব্বতী-সঙ্গিনীগণের গীত

সব নিলে রে—সব নিলে !

জুটেছে ছেলে বুড়ো, মাগী মদ্দ, সকল জাতের কাক চিলে!

মাঝ সমুদ্রে বসিয়ে কল, পাক দিচ্ছে অবিরল,

উঠ্‌ছে কত সোণা দানা, নিচ্ছে সবাই মিলে।

আর ঘুমাস্‌নে যাদুমণি, দরজা এঁটে খিলে।

তোরি দ্বারে এসে তারা, তোরেই ফাঁকি দিলে॥
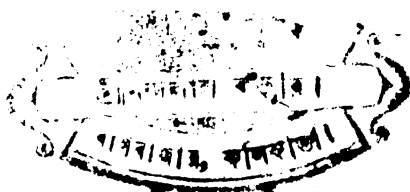
কলির সমুদ্র-মন্থন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ডায়মণ্ড হারবার নিকটস্থ পল্লী।

বেলা প্রায় আটটা।

কতকগুলি কুটির দেখা যাইতেছে—সবগুলি রুদ্ধ।

এক কুঁজো বুড়ীর বেশে পার্ব্বতী ও এক কুঁজো বুড়োর বেশে মহাদেবের ব্যস্তভাবে প্রবেশ।

পার্ব্বতী।—(মহাদেবকে টানিতে টানিতে) আরে ছাই, একটু পা চালিয়ে এস না গা—একেবারে আমার গরজ ঠাওরালে!

মহাদেব। আরে যা মাগী যা! (কুঁজো দেহ সোজা করিয়া) বাপ্, কোমরে বেদনা হ'য়ে গেল! এধারে এমন ক'রে কুঁজো হ'য়ে চল্‌তে হ'বে যেন কেউ না চিন্‌তে পারে—আবার দৌড়ে দৌড়ে যেতে হ'বে—আমার এত গরজ নেই।

পার্ব্বতী। তা পার্‌বে কেন? ভাংয়ের ধোঁয়া ছেড়ে যারা বম্ বম্ ভোলানাথ কর্‌তে পার্‌বে—তাদের ওপর ভারি নেক্‌নজর!

মহাদেব। আরে মাগী, সে দমের কাজ—প্রাণায়ামের কাজ। আমি এই বল্লুম, তুই ডেকে পারিস্—তোর নন্দদুলালকে তোল্; বলে, বাঙ্গালীর ছেলেদের দয়া কর। ত্রিভুবনে হৈ হৈ প'ড়ে গেল—আর ওঁর নন্দদুলালেরা ঘুমুচ্ছেন। তুই যা—আমি এই বল্লুম।

পার্ব্বতী। (একটী দরজায় ঘা দিতে দিতে) ও বাবা, ওঠ্ রে—ও বাবা, ওঠ্ রে—ও বাবা ওঠ্—ও বাবা, আট্টা বেজে যায় বাবা, ওঠ্ রে—ও বাবা, সব লুটে নিয়ে গেল—

মহাদেব। মাগী, ডা'ন্ হাতখানা ভাঙ্‌লে রাঁধ্‌বি কি ক'রে? বাঁ হাত দিয়ে ঘা দে। না বাবা—ও বাঁ হাতখানারও বিশেষ প্রয়োজন—

পার্ব্বতী। দেখ, তোমার রসিকতা রাখ। হায়, হায়! এতক্ষণ গুগ্‌লিটা পর্য্যন্ত উঠে গেল! ও বাবা, ওঠ্ রে—(একবার জানালায়, একবার দরজায় ঘা—হাতে লাগায় হাতখানা টিপিতে লাগিলেন)।

মহাদেব। হাতের ঘা'য়ে হবে না মাগী—হবে না। মাঝ থেকে হাত দু'খানা ভেঙে যাবে। মাথা দিয়ে দরজায় ঢুঁ দে।

পার্ব্বতী। ও বৌমা! একবার ছেলেটাকে ছেড়ে দে মা, একবার ছেড়ে দে!

মহাদেব। হায়, হায়! বাইরেও হর-পার্ব্বতী, ভেতরেও হর-পার্ব্বতী—তবেই ও উঠেছে! দাঁড়া, আমি পাড়া থেকে একটা ঢেঁকি নিয়ে আসি।

একদল সন্ন্যাসীর আগে আগে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে ঢাকীর প্রবেশ।

মহাদেব। হয়েছে পার্ব্বতী, তোর কপাল ভাল।

সন্ন্যাসীগণ। বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহাদেব!

মহাদেব। বাবা ঢাকী, কি মিষ্টি বাজাচ্ছিস্ বাবা! বাজা বাবা, বাজা এক হাত।

(ঢাকী স্ফূর্ত্তি করিয়া বাজাইতে লাগিল)

মহাদেব। আ-হা-হা! একটু এগিয়ে বাবা, এগিয়ে। ঢাকের পিঠে কাঠি দিচ্ছ না ত—ঢাকের পিঠে যেন ইক্ষুদণ্ড পরিচালনা কর্‌ছ! আয় বাবা, এইখানটায় দাঁড়িয়ে একটু বাজিয়ে যা বাবা! আ-হা-হা! বাজিয়ের বেটা বাজিয়ে বাবা! একটু জোরে জোরে—একটু নেচে নেচে বাবা! আ-হা-হা, তোমরা একবার সেবা লাগাও বাবা! এখানে শিব আছেন—শিবের বাবাও আছেন।

(ঢাকী প্রচণ্ডভাবে বাজাইতে লাগিল—সন্ন্যাসীগণ "তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল)

পার্ব্বতী। ও বাবা, ওঠ্ রে—ও বাবা, ওঠ্! (ঘা দিতে দিতে)।

(ইতিমধ্যে ভিতর হইতে দরজা খুলিবার জন্য কে আঘাত করিতেছে বুঝা গেল)

মহাদেব। খুব বেঁচে থাক বাবা! বর দিচ্ছি—তোমাকে আর ঢাক ঘাড়ে ক'রে বেড়াতে হবে না। একজন ঢাক ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাবে, তুমি বাজাবে; আর তোমার বাজনা গ্রামোফোন রেকর্ডে উঠ্‌বে বাবা!

[ঢাকী ও সন্ন্যাসীগণ চলিয়া যাইতে লাগিল।

মহাদেব। পার্ব্বতি, বোধ হয় কুম্ভকর্ণের বাবা উঠ্‌ছেন, আমি আড়ালে যাই।

[মহাদেবের প্রস্থান।

দ্বার খুলিয়া তরুণের বাহিরে আগমন।

তরুণ। নাঃ—সদর রাস্তায় বাড়ীটা হ'য়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবার যো নেই। ওরে, চা দে রে।

পার্ব্বতী। ও বাবা, উঠেছ বাবা! শীগ্‌গির আয় বাবা—শীগ্‌গির আয়! সুমুদ্দুর মন্থন হচ্ছে। ছি-ছি, যোয়ান বয়সে এমন ক'রে ঘুমোয় বাবা! চা এসে খেয়ো বাবা—ছুটে এস বাবা! এখনও গেলে কিছু পাবি বাবা!

তরুণ। কোথায় সমুদ্র-মন্থন হচ্ছে রে বুড়ি?

পার্ব্বতী। আমি বুড়ী নই বাবা, আমি বুড়ীর মা। এই যে তোমাদের বাড়ীর গায়েই গো—এই যে ডায়মন্ হারবারে। পৃথিবীর লোক এসে জড় হয়েছে, আর তোরা ঘরের ছেলে—কল যে তোদের বুকের উপর এক রকম বসিয়েছে, তোরা টের পেলি নে? ছুটে আয়, এখনও যা হয় কিছু পাবি। দেরী কর্‌লে সুমুদ্দুরের গুগ্‌লি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। ছুটে আয় বাবা—ছুটে আয়!

তরুণ। দাঁড়া মাগী! কি কি হ'ল, কে কি পেলে, কেন যাব, সব ভাল ক'রে শুনি—তারপর বিবেচনা করি—তারপর যাব। বল্, কি ব্যাপার?

পার্ব্বতী। তা হ'লে তুমি যাবে না—আবার শোবে?

তরুণ। না না, আর শোব না—খুলে বল্ সব বুড়ি!

পার্ব্বতী। অদৃষ্টে নেই, তুমি যাবে কেন? না বাবা, শুনেই ছুটে যাবি বল্?

তরুণ। যাব—যাব।

পার্ব্বতী। তবে শোন্! ও কি, আবার যে হাই তুল্‌ছিস্ বাবা?

তরুণ। না, না—হাই তুলিনি।

পার্ব্বতী। ইংরেজ, ফরাসী, জারমাণী যেখানে যত রকমের সাহেব আছে, ও আরমেনী, জাপানী, চীনে, ইহুদি, পারসী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া কাচ্ছি, খোট্টা—পেশোয়ারী, কাবুলী, মাদ্রাজী, নেপালী—কত নাম করব? এই পৃথিবীতে যত রকম জাত আছে—মায় উ পর্য্যন্ত এক জোট্ হ'য়ে সুমুদ্দুরের মাঝখানে একটা মস্ত কল বসি চারিদিক থেকে তাকে ঘোরাচ্ছে। আর, কি বল্‌ব বাবা, ঘোল মৌনী দেখেছ ত বাবা? যত ঘোরে তত ননী ওঠে; ঠিক সে রকম, যত ঘোরাচ্ছে তত নানা রকম জিনিস সুমুদ্দুর থেকে উঠে বাবা—আর যে যা পাচ্ছে নিচ্ছে। এখনও ঢের জিনিস আছে আয় বাবা—শিগ্‌গির আয়!

তরুণ। কি কি জিনিস উঠ্‌ল শুনি।

পার্ব্বতী। তা হ'লে যাবার মতলব নেই—শুনবে? সে সব নাম কর গেলে ত দিন কেটে যাবে।

তরুণ। সব বল্‌তে হবে কেন—শুধু রকমটা শুনি না—

পার্ব্বতী। কত রকম বল্‌ব বাবা? সোণা, রূপো, মণি মুক্তো, হাতী ঘোড়া, মোটর গাড়ী, রেল, ষ্টিমার, জাহাজ, এরোপ্লেন—ব্যবস বাণিজ্য—কল, কারখানা—জমীদারী, মহাজনী, দালালী—অ বাবা, শিগ্‌গির আয়—ঐ দালালী পর্য্যন্ত উঠেছে—আমি দে এসেছি।

তরুণ। সকলের আগে কি উঠ্‌ল বুড়ি?

পার্ব্বতী। কল কারখানা—রেল, ষ্টিমার, জাহাজ—ও সাহেবরা একচে ক'রে নিলে।

তরুণ। তারপর?

পার্ব্বতী। তারপর লক্ষ্মী—ব্যবসা বাণিজ্য। সাহেবরা ত নিলেই—তারপর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, কাচ্ছিও কম পায় নি! সে কি এক রকমের ব্যবসা বাবা—কত নাম কর্‌ব! চালের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, পাটের ব্যবসা, তূলোর ব্যবসা, রেশমের, পশমের—কাঠ কাটরা, সোণা, লোহা, নুণ, তেল, ঘি, ময়দা—একের পর আর উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিঃ, বস্‌লি যে? যাবি নে হতভাগা বাঙ্গালীর ছেলে?

তরুণ। রাগ্‌ছিস্ কেন বুড়ি? আচ্ছা, পেশোয়ারী কি পেলে?

পার্ব্বতী। ফলের আর মেওয়ার ব্যবসা একচেটে ক'রে নিয়েছে।

তরুণ। কাবুলী?

পার্ব্বতী। মহাজনী।

তরুণ। উড়ে কি নিলে বুড়ি?

পার্ব্বতী। তেলেভাজার কারবারটা একচেটে ক'রে নিয়েছে।

তরুণ। হাঃ হাঃ হাঃ—বেগুনী ফুলুরীর দোকান বুড়ি—পঁকড়ী বুড়ি? খুব বড় রকমের কাঙ্গালী বিদেয় হচ্ছে তা হ'লে? বুড়ি, বাঙ্গালী কাঙ্গালী নয়—বাঙ্গালী বাঙ্গালী। পৃথিবীর তিন ভাগ যেমন জল, বাঙ্গালীর তিন ভাগ তেম্‌নি ইজ্জৎ। ওদের কথা বলি কেন—আর যারা যারা বিদেয় নিতে এসেছে—তারা বড় দুঃখী বুড়ি—তাদের দেশে তারা দু'বেলা খেতে পায় না। দেশ ছেড়ে, মাগ ছেলে ছেড়ে, শুধু পোড়া পেটের জন্যে বাঙ্গালীর দুয়ারে ছুটে এসেছে। তাদের পেট পূরে খেতে দে বুড়ি—সেই কাঙ্গালীদরে সারে গিয়ে বাঙ্গালীকে দাঁড়াতে বলিস্ নি।

পার্ব্বতী। বিপদকালে বিপরীত বুদ্ধি! ওরে বোকা, এর পর খাবি কি?

ওরা আর কি দেশে ফিরে যাবে! তোদের ভিক্ষের ঝুলি ধ'রে টান দেবে।

তরুণ। বাংলা দেশে ব'সে বাঙ্গালীকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে! তুই কি মনে কর্‌লি বুড়ি, সমুদ্র মন্থন হচ্ছে আমি জানি না? খুব ভাল রকম জানি, জেনে শুনেই যাই নি।

পার্ব্বতী। ওঃ, অতিবুদ্ধি!

তরুণ। ইজ্জৎ, ইজ্জৎ! চার ভাগ প্রাণের মধ্যে তিন ভাগ ইজ্জৎ—আমি ভুল ব'লেছি বুড়ি। সমস্তটাই ইজ্জৎ। শুধু সোণার গয়না হয় না বুড়ি—তাই একটু খাদ—

গানের সুরে বুড়ো মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা,
বেণী পুড়ে গিয়ে হয়েছি ঝামা—

তরুণ। তোমার গানের ভঙ্গীতে মনে হ'চ্ছে তুমিও বল্‌তে এসেছ ঐ কথা।

মহাদেব। আরে ছিঃ—তোমরা হ'লে বাংলার আশা—তোমাদের বেইজ্জৎ করব! চমৎকার উদাহরণটী দিলে বাবাজি! পৃথিবীর তিন ভাগ যেমন হ'ল—বাঙ্গালীর তিন ভাগ তেমনি ইজ্জৎ।

তরুণ। শুদ্ধ, পবিত্র, একটু কলঙ্কের দাগ তাতে পড়েনি—

মহাদেব। জলেও দাগ পড়েনা বাবাজি! ঝাঁটা মার, লাথি মার—ওই একবার একটু ছিট্‌কে উঠে, ওমনি সমতল—

তরুণ। যে জাত যেমন উন্নত, বাঙ্গালীর ইজ্জৎও তার কাছে তত বড়—

মহাদেব। ঠিক জলের মত। ছোট বড়, সাদা কাল যে পাত্রে রাখবে, ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ ক'রবে।

তরুণ। একি কম কথা!

মহাদেব। ইজ্জতের খরচও বাবাজি, ঐ জলের মত। কেউ ঢক্ ঢক্ ক' খানিকটে খাচ্ছে—কেউ মূত্র ত্যাগ ক'রছে—কেউ শৌচ করছে জলের ইজ্জৎ কখনও গেছে বাবাজি!

তরুণ। বৃদ্ধ! তুমি একখানি কষ্টি পাথর। সোণা শোনা কথ থাক্ত, যদি কষ্টি পাথর না থাকৃত। তুমি সেকেলে বুড়োদের ম পাজী নও। তুমি একজন observer, নব্য সম্প্রদায়কে চিনেছ বলত বৃদ্ধ, সমুদ্র মন্থন হচ্ছে—ভাঁড় হাতে ক'রে আমাদের যাও উচিত হ'তো! না, গেলে ইজ্জৎ থাকৃত!

মহাদেব। ওরে বাপ্‌রে!—মাতাল ছেলে আস্‌ছে দেখে—বাপ্ যেমন ইজ্জ রাখ্‌তে পাস কাটিয়ে পালায়—সেই রকম পালিয়ে আস্‌তে হ'ত

তরুণ। কি রকম—কি রকম—শোন্ বুড়ি—

মহাদেব। আরে, সে একটা তাণ্ডব নৃত্য হচ্ছে—ভিকিরির দল কিছু কি পেয়েছে কিনা! কেউ বাজাচ্ছে, কেউ নাচ্‌ছে, কেউ গাইছে ঠেল্‌াঠেলি, হুটোহুটি, মারামারি, সে একটা বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার বাঙ্গালী যায় নি ব'লে একটু ঠাট্টা টিটকিরীও হচ্ছে—

তরুণ। কিঃ—ঠাট্টা—

মহাদেব। এই কাণে গেল—কেউ বল্‌ছেন, বাঙ্গালী বাবু ভয়ে আসেনি কেউ বল্‌ছেন, ভেতো বাঙ্গালী, ভাত খায়—এসব হজম কর্‌বে কি ক'রে! উড়ে আবার ফোড়ণ দিচ্ছে—বঙ্গারী পুঁটি মাছ কঙ্গারী।

তরুণ। আঁঃ—আঁঃ—আঁঃ—

পার্ব্বতী। ওকি বাবা, তোমার কি মিরগীর ব্যারাম আছে নাকি বাবা—

তরুণ। কি শাস্তি দেব—কি শাস্তি দেব—বৃদ্ধ—বৃদ্ধ—তারা না

হয় বলেছে—তুমি কোন্ সাহসে আমায় শুনালে? কি শাস্তি দেব—কি শাস্তি দেব—আঃ—আঃ—

মহাদেব। আমি দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি বাবাজি! বল্লুম—বাঙ্গালী তোমাদের কাছে হাত পেতে এসে দাঁড়াত না—তারা ভিকিরি নয়। বাঙ্গলা দেশে এই কাণ্ড তোমরা করছ—তাদের ডাকা উচিত ছিল—তারা আনন্দ ক'রে তোমাদের উৎসাহ দিত। এই শুনে একটা খোট্টা ব'লে উঠ্‌ল—"নেহি মাংতা"—

তরুণ। যত বড় মুখ তত বড় কথা—বাঙ্গালীকে চেন না! চাঁটিয়ে খুলি ফাটিয়ে দেব—'নেহি মাংতা'। বুদ্ধ, বোধ হয় মন্থন হ'য়ে গেল?

পার্ব্বতী। না বাবা, শিগ্‌গীর চল্ বাবা—সমুদ্র কি শুকোয় বাবা—এখনও ঢের জিনিস পাবি—আর দেরী করিস্‌নি বাবা—চলে আয়—

পার্ব্বতীর গীত।

আজ যদি তোর ঘুম ভেঙ্গেছে
ঘুমাস্ নে আর ওরে
কাঁদাস্ নে আর মায়েরে তোর
ভাসিয়ে আঁখির লোরে।
চেয়ে দেখ্ রে সকল জাতই
ছুট্‌ছে ক'রে প্রাণপাতই,
মান্‌ছে না তো কোন মানা
আপন মনের জোরে।
তুই কেনরে রইবি প'ড়ে
অলস ঘুম ঘোরে;
ওরে চঞ্চলা অচলা কোরে
বাঁধরে কর্ম্মডোরে।

তরুণ। আমি যাব। মন্থন শেষ হ'য়ে গিয়ে থাকে—আমি রোমন্থন করব—

মহাদেব। রোমন্থন খুব ভাল জিনিস বাবা,—আমার ষাঁড়টা সারারাত রোমন্থন করে—কি শরীর তার—

তরুণ। 'নেহি মাংতা'—বাঙ্গালীর মাথাকে অগ্রাহ্য—

মহাদেব। পাকা মাথা বাবা, একদিন আওতা পায়নি। ওদের মাথাতে, হয় টুপিতে না হয় পাগড়ীতে সব সময় ঢাকা থাকে—আওতায় মাথার বুদ্ধি একেবারে গজাতে পারে নি। আর বাঙ্গালীর মাথা রোদে, জলে, হিমে, বাতাসে, পেকে রয়েছে—

তরুণ। একবার দিই নাড়া এই মাথা। দেখিয়ে দিই জগতকে। না—না—তুমি অনুরোধ ক'র না বৃদ্ধ, আমি শুনব না—আমি পারব না। বাঙ্গালী জেগেছে যখন একবার দেখিয়ে দেবে। না না—তুমি যাও—ক্ষমা ক'রব,না—ক্ষমা নাই—ছাড়ব না—আন্দোলন ক'রব—আন্দোলন ক'রব—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আন্দোলন ক'রব—(বেগে প্রস্থান)

পার্ব্বতী। সেবার যখন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন হয়—আমাতে আর নারদে তোমায় এই রকম ক্ষেপিয়েছিলুম—তোমার মনে আছে দেখছি—

মহাদেব। যে জিনিসটা উঠেছিল—তাও মনে আছে পার্ব্বতি ?

পার্ব্বতী। বাবারে—সেই বিষ! বাঙ্গালী কি নীলকণ্ঠ হবে নাকি!

মহাদেব। ছেলেবেলা থেকে অনেক কসরৎ করা অভ্যাস ছিল—তাই সেই বিষ কণ্ঠে রাখতে পেরেছি। তোমার বাঙ্গালী, নীলকণ্ঠ হবে না—তবে blood poison হ'তে পারে। এস, দেখা যাক্—আমার কোন ত্রুটী নেই, পার্ব্বতি!

পার্ব্বতী। হাঁগা—আন্দোলন কর্‌ব—আন্দোলন কর্‌ব—ব'লে ছুটে গেল! আন্দোলন ক'রে কি হবে? শেষে কি মারপিট ক'র্‌বে নাকি!

মহাদেব। আরে না—না—সে সাহস হবে না। এমন একটা বক্তৃতা—এমন একটা ভঙ্গী দেখাবে, যে, ঐ যেখানে যত জাত আছে—সে সময় তারা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না—তবে, তারা বাসায় গিয়ে পড়্‌বে আর মর্‌বে—এস—

পার্ব্বতী। চল—দেখে আসি— [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ডায়মণ্ড হারবার—সমুদ্র

সমুদ্র-মন্থন-দণ্ড বসান রহিয়াছে—তীরে বিভিন্ন জাতীয় বহুলোক সমাগম হইয়াছে—সকলেরই মনে স্ফূর্ত্তি। দৃশ্য উদ্ঘাটন হইতেই "হাঃ হাঃ হাঃ" (তাল দেওয়ার প্রচণ্ড শব্দ হইল) তারপরেই সমবেত নৃত্য গীত চলিতে লাগিল।

সকলে— আজু খুল্ গিয়া নসীব শুভে টুট্ গিয়া সব ঘুম,
সাগর ছান্‌কে উঠে রতন, লেঙা বেমালুম।

ইং— হাম্ লিয়া মেসিনারি আউর্ বড়িয়া লুম,
থ্রি চিয়ার্স ফর্ দি নেশন্ কাট্ গিয়া গ্লুম।

ফ্রেঃ— জে ভুদ্রে ভ্যাঁ ব্লং পিয়ে তয়াবট মজগুল্,
বোকে দেলা রোজ—ত্রেবিয়ং পুর সৌখিন বুলবুল্।

কাবুলী— মুল্‌কো মিলি মহাজনী করনে জবরদস্ত জুলুম

পেশোয়ারী—মেরা পাওগাৎ সব্‌সে মৈয়া ফলকা বেপার।

মাড়োয়ারী—মাড়োয়ারসে আকর্‌ লিয়া কাপড়াকা কারবার।

২য় ঐ — হাম হালুয়াই, চাচা মোদী, লেড়্‌কা বেচতা ঝুম্‌ঝুম।

বিহারী— হাম্‌ বিহারী, বেচি বিড়ি পয়সা উড়বে পুড়বে বেমালুম।

চীনে— চীন মুলুকের আদ্‌মি হামি, নাম মেরা সিংকু—
জুতি দিয়ে পয়সা নিব, চ্যাংচু চ্যাং চ চু।

উড়িয়া— মু উড়িয়া, তেলে ভজাকু রন্ধা,
বেচি ফুলড়ী পকৌড়ি পাঁপড় ভজা ;
আসিব কত বাবু বিবি জোড় বিজোড়ে লাগিয়ে ধুম।

দ্রুত তরুণের রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রবেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাদেব ও পার্ব্বতীর প্রবেশ।

তরুণ। বন্ধ কর—বন্ধ কর গান—(তৎক্ষণাৎ সমস্ত নৃত্য-গীত বন্ধ হইয়া গেল)

পার্ব্বতী। (মহাদেবের প্রতি) দেখ্‌লে, কি চমৎকার ব'ল্‌লে—

মহাদেব। ব-এ বাঙ্গালী—ব-এ বলিয়ে—ক-এ কাঙ্গালী—ক-এ কইয়ে—
ওরা বলিয়ে কইয়ে খুব—

কতকগুলি মাড়োয়ারী খোট্টা প্রভৃতি। আইয়ে আইয়ে, আসুন আসুন,
এত দেরী কর্‌লেন কেন ?

জনৈক সাহেব। Good afternoon Babu, Good afternoon—

তরুণ। What ! 9 A.M. is your 'Good afternoon' !

সাহেব। Afternoon of this affair Babu. You are too late.

তরুণ। Better late than never.

সাহেব। হাঁ, তবে আগে আসিলে কিছু পাইতেন—

তরুণ। কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখেনা বাঙ্গালী—বাঙ্গালী চায় ইজ্জৎ—সব জাত মিলে বাঙ্গালীর সেই ইজ্জৎ নষ্ট করেছেন—বাঙ্গলা দেশে ব'সে, বাঙ্গালীকে বাদ দিয়ে, খবর না দিয়ে, এই কাজ করলেন! বাঙ্গালী হাত পেতে কিছু নিত না, হাতে ক'রে তুলে দিয়ে তাদের ইজ্জৎ কত বড় দেখাত।

মাড়োয়ারী। সে কি বল্‌ছেন বাবুজি—সকল জাত এসেছে, তারা কি ক'রে জান্‌লে?

তরুণ। বেশ, একটু অপেক্ষা করলে না কেন?

মাড়োয়ারী। তা কি হয় বাবুজি—রাত তিনটার সময় সুরু হয়েছে—ধূপ ছুটলে কি হয়—

তরুণ। বেশ, আবার তাহলে মন্থন হ'ক—

মাড়োয়ারী। মাফ কিজিয়ে—আর কিছু নাই—

উড়ে। পুঁটি মাছটি খেলানি—উঠি গলানি—

তরুণ। চোপরও উড়ে—

মাড়োয়ারী—ভালা ভালা চিজ সব শেষ—পর পর এমন খারাপি চিজ উঠেছে, যে কেউ নিতে চাইলে না। আর মন্থন ক'র্‌লে সর্ব্বনাশ হোবে—সংসার নাশ হোবে।

তরুণ। কি খারাপ চিজ উঠ্‌ল শেঠজি! কে নিল না?

মাড়োয়ারী। চোরী, ডাকাইতি, বদমাসি, খুনখারাপি, কেউ নিতে চাইল না—না নিলেভি উপায় নাই। শেষ, সব জাত কুছু কুছু ভাগ ক'রে নিলে—

তরুণ। শুন্‌ব না শেঠজি! ঘোরাও। সমুদ্রের রত্নের শেষ হয় না—ঘোরাও—এবার অমৃত উঠ্‌বে—

উড়ে। হড়াহড় উঠিব বঙ্গারী বাবু—হড়াহড় উঠিব—

তরুণ। চোপরও উড়ে—হলাহল ওঠে, বাঙ্গালী গণ্ডুষে ক'রে পান কর্‌বে চোপরও!

উড়ে। বঙ্গারী বাবু নীড়কণ্ঠ হইব পরা—নীড়কণ্ঠ হইব—

মাড়োয়ারী। তাহলে স্বীকার কর্‌ছেন, এবার যা' উঠ্‌বে, আপনার তা নেবেন।

তরুণ। আর তোমরাও সকল জাতে স্বীকার কর যদি কোন ভাল জিনিষ ওঠে, বাঙ্গালীকে বঞ্চিত ক'র্‌তে হাত বাড়াবে না।

সাহেব। Bravo! Go on—just try your luck Babu—

পার্ব্বতী। নাথ—বাঙ্গালী তোমার পরম ভক্ত—সত্যযুগে তোমার নামে ধন্যি ধন্যি হয়েছিল—কলিতে আমার বাঙ্গালী ছেলের নামে ধন্যি ধন্যি হবে—

মহাদেব। তোমার পূজো বুঝি উঠ্‌ল পার্ব্বতী—

সকলে। রোখো—রোখো—আগুণ জ্বলে উঠেছে—

তরুণ। চালাও—চালাও—এখনি খাঁটি সোণা উঠ্‌বে। ঐ, ঐ, তবে নাকি শেঠজি উঠ্‌বে না! চালাও, চালাও—সৌম্যমূর্ত্তি—সৌম্যমূর্ত্তি কে তুমি—কে তুমি—কে তুমি—

(উপযোগী সাজসজ্জায় কেরাণী মূর্ত্তির আবির্ভাব)

মূর্ত্তি। আমি কেরাণী—আমি কেরাণী—আমি কেরাণী—

সকলে। নিতে হবে—আমরা কেউ নেব না—

তরুণ। কি তোমার কাজ?

মূর্ত্তি। শুধু লিখে যাওয়া—অঙ্ক কষা—টাকা গোণা—

তরুণ। তোমার দক্ষিণে, কে ওই রমণী মূর্ত্তি?

মূর্ত্তি। কন্যাদায়—

তরুণ। তোমার বামে, কে ওই কঙ্কালসার পুরুষ?

মূর্ত্তি। ডিসপেপ্‌সিয়া। আমার ঔরসজাত পুত্র ও কন্যা—এদের দ্বারা তোমার কোন অশুভ হবে না।

সকলে। সেলাম বাবু—আমরা তাহলে চলি—(সকলের প্রস্থান)

সাহেব। I wish you every success, Good bye. (প্রস্থান)

পার্ব্বতী। হাঁগা, ছেলে এমন নীল হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? তবে কি কিছু মন্দ হল?

মহাদেব। বিষেরক্রিয়া ধরেছে পার্ব্বতি! নীল দেখ্‌ছ কি—ক্রমে হল্‌দে হবে—

কেরাণী, কন্যাদায় ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার
তরুণের নিকট আগমন।

কেরাণী। বন্ধু, ভাই, আলিঙ্গন দাও—(তরুণকে জড়াইয়া ধরিল, তরুণ বিরক্ত হইল)

কন্যাদায়। পিতা, প্রণাম গ্রহণ করুন।

ডিসপেপ্‌সিয়া। সমুদ্রের নোনা জলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বরে গিয়েছে। পিতা, আশ্রয়দাতা, আমাকে আপনার উত্তাপে উত্তাপিত করুন।

তরুণ। এ আমার কি হ'ল! আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। স্বাধীন, না পরাধীন হলুম—

কেরাণী। তুমি স্বাধীন হ'লে বন্ধু—

মহাদেব। হা বাবাজি, কোন রকমে দশটা—ছটা। তারপর কোন শ্যালার তোমাকে প্রয়োজন হ'বে না।

কেরাণী। তুমি শুধু স্বাধীন হ'লে না—স্বনামধন্য হ'লে। ব্যবসাদারদের মত বা কল কারখানার মালিকদের মত সারা দিনরাত তোমায় খাট্‌তে হবে না। ভোরে দোকান খুলে রাত বারটায় বন্ধ ক'রে শুয়ে শুয়ে লাভ লোকসান তোমায় খতাতে হবে না। সস্তায় সোণা কিনতে, মাগছেলে ছেড়ে লঙ্কা যাতায়াত ক'র্‌তে হবে না। ১০টা—৬টা—১০টা—৬টা। তারপর—কেবল বিশ্রাম, বড় মজায় কেটে যাবে বন্ধু!

তরুণ। ব্যবসাদাররা যে স্বাধীন। কি বল্‌ছ তুমি! তারা বিশ্রাম পাবে না—আর আমি বিশ্রাম পাব কি করে—

কেরাণী। হবার যো কি! লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। একদিন বিশ্রাম ক'র্‌তে গেলেই ছোট খাট ব্যবসাদারের দু'শ, পাঁচশ, হাজার, দু' হাজার, বড় ব্যবসাদারের দশ হাজার বিশ হাজার টাকা লোকসান হ'য়ে যাবে। তোমাদের লোকসান একেবারে নেই বল্‌লেই হ'ল। ইচ্ছা হয়—একদিন দু' দিন বেতন সমেত বিশ্রাম ক'র্‌তে পাবে—না হয়—কাটে যদি—কতই কাট্‌বে—আট আনা, এক টাকা, না হয়, দেড় টাকাই কাটুক—

তরুণ। কি ভাবে জীবন কাট্‌বে, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ত বন্ধু—

কেরাণী। সন্ সন্ ক'রে কেটে যাবে—সন্ সন্ করে কেটে যাবে—

মহাদেব। হাঁ বাবাজি—এই degradation, suspension, reduction তারপর একেবারে—auction! কোন ভয় নাই—মর্‌বার সময় সবাইকে সব রেখে যেতে হবে।

তরুণ। অবস্থা কি দাঁড়াল, ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছি না—

মহাদেব। অবস্থা একবারে বেয়নেট বাবাজি! বন্দুকের মুখে যেমন

বেয়নেট থাকে, তোমাদের হাতে কলমও ঠিক ঐ রকম থাক্‌বে। ঐ কলম দিয়েই তোমরাই ব্যবসা, বাণিজ্য, জমিদারি, রাজ্য চালাবে।

কেরাণী। বন্ধু, তোমরা অমর হ'লে—

মহাদেব। হাঁ বাবাজি। হনুমান যেমন সকল যুগে অমর হ'য়ে আছে তোমরাও তেমনি অমর হ'য়ে থাকবে। তোমাদের কলমের মুখ থেকে যা বেরুবে, তাই রেকর্ড হ'বে। তোমাদের কত হস্তাক্ষর সযত্নে লাটসাহেবের দপ্তরে, সোসাইটিতে, মিউজিয়মে রক্ষিত হবে। তুমি ম'রে যাবে, তোমার ছেলে ম'রে যাবে, তোমার নাতিরা হয়ত একদিন তোমার হাতে-লেখা-কাগজের ঠোঙ্গায় মুড়ি মুড়কি খেতে গিয়ে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌বে!

কেরাণী। বন্ধু, তোমরা নির্লোভ, নিস্পৃহ—জিতেন্দ্রিয় হ'লে—

মহাদেব। হাঁ বাবাজি, শুধু কাগজ পত্রতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে। ছেলেপিলের লেখা পড়ার জন্য দু দশখানা কাগজ, দুট নিব, দুট হ্যাণ্ডেল, এতেই পরিতৃপ্ত থাকৃবে। চুরি করবার অবসর পর্য্যন্ত পাবে না—চোর ডাকাতের ভয় থাকবে না। নিস্পরোয়া হ'য়ে দোর জানালা খুলে দিয়ে রাত্রে ঘুমুতে পার্‌বে। থিয়েটার, যাত্রার হনুমানের অংশ কেউ নিতে চায় না কিন্তু অমন চরিত্র কোথাও পেয়েছ বাবাজি! সেই রামদাসের মত তোমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে—সে একদিন বুকচিরে রামসীতার মুর্ত্তি দেখিয়েছিল—তোমরাও বুকচিরে সাহেব মেমের ফটো দেখাতে পার্‌বে।

কেরাণী। তোমরা একেবারে স্বাধীন বন্ধু—ভগবানেরও সাধ্য হবে না, তোমাদের কপালের লেখা এধার ওধার ক'র্‌তে।

তরুণ। কি হ'ল তা'হলে আমাদের—

মহাদেব। আগেই বলেছি—ঐ দশটা—ছটা। হাঁ, একটা কাজ কখনও কখনও তোমাদের ক'র্‌তে হবে—না ক'র্‌লে চল্‌বে না। ভাল কাজ, মৃতের সংকার। তাও দশ কুড়িটা অন্তর একজনের একটা পালা প'ড়্‌বে।

তরুণ। কারণ—

মহাদেব। এ কারণটাও বুঝ্‌তে পার্‌লে না বাবাজি! মড়া ফেলায় তোমাদের খুব উৎসাহ থাক্‌বে—কিন্তু উপায় থাক্‌বে না। মা লক্ষীরা তোমাদের সে খাটনী থেকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

তরুণ। অর্থাৎ—

মহাদেব। অর্থাৎ—ভগবানের হাত বাবাজি—মা লক্ষীরা প্রায় সর্ব্বদাই অন্তঃসত্ত্বা থাক্‌বেন।

কেরাণী। তোমাদের জন্ম সকল সুবন্দোবস্তই আমি ক'রে এনেছি বন্ধু!

মহাদেব। কেবল ঐ দশটা ছটা। ছুট মুখ হবে তোমাদের বাবাজি! খাবার জন্ম কিছু ক্লেশ ক'র্‌তে হবে না—কোন রকমে ৮।৯টার সময় নাকে মুখে গুঁজে দিতে পার্‌লেই মিটে যাবে। চর্ব্বণেরও প্রয়োজন হবে না—হজম কর্‌বারও কোন দরকার হবে না। তোমার এই মানসপুত্রের কল্যাণে যা খাবে—কোনরূপ রূপান্তরিত না হ'য়ে বেমালুম বেরিয়ে যাবে।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। পিতা, আমি আপনার সমূহ মঙ্গল ক'র্‌ব। অভাব কাকে বলে জান্‌তে দেব না। আধ সের চাল বোধ হয় এখন একবেলায় খেতে পারেন পিতা, কিন্তু আমার চেষ্টায়, অতি সত্বর ঐ অর্দ্ধ সের চাউলে তিন চারটি প্রাণীর খাসা পেট ভ'রে যাবে। ভারি অল্প খরচায় সংসার নির্ব্বাহ হবে—

তরুণ। কিন্তু এই কন্যা—

মহাদেব। প'ড়ে থাক্‌বে না বাবাজি—একরকম ক'রে দায় উদ্ধার হ'য়ে যাবে—এই কন্যা হ'তেই তোমার উত্তর জীবন বড় শান্তিময় হবে। দশটা ছেলের কাজ এই এক মেয়েতেই ক'র্‌বে। তোমার শেষ দিনে কুকুর শিয়ালেও যদি না কাঁদে—এই এক মেয়ের কান্নাতেই তোমার জীবন মধুময় হ'য়ে উঠ্‌বে। বলে, যার কাঁদ্‌বার নেই সে বড় হতভাগা। এক কথায়, ভগবানের একটা হাত তোমাদের কাছে চিরকাল বাঁধা থাক্‌বে। যে হাতে তোমাদের কাজ তিনি ক'র্‌বেন সেই হাতে আর কোনও কাজ কারও জন্য তিনি ক'র্‌বেন না। তোমাদের সব ব্যবস্থাই পৃথক্ ক'রে তৈয়ারী থাক্‌বে তোমাদের পথ আলাদা থাক্‌বে—ঘাট আলাদা থাক্‌বে। তোমরা উপরে উঠ্‌বে—তোমাদের জন্য আলাদা সিঁড়ি থাক্‌বে—মিলিয়ে দেখো বাবাজি—মল মূত্র ত্যাগ কর্‌বার্ জায়গায় পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত থাক্‌বে। লেখা থাক্‌বে—সাহেবদের জন্য—ভদ্রলোকদিগের জন্য—কেরাণীর জন্য—

তরুণ। তাহলে ভালই হ'ল—ভাব্‌না, কেমন? একটা বৈশিষ্ট রইল—

গীত।

কন্যাদায়— বাবা, কেঁদনা—

ডিসপেপসিয়া—পিতা, ভেব না—

কেরাণী— লিখে দিচ্ছি ওগো বন্ধু কোন কষ্ট হবে না।

কন্যাদায়— কষ্টকে যদি সুখ বলে উড়িয়ে দাও গো বাবা—

ডিস্— দুঃখের ভাত সুখ ক'রে যদি মার খাবা খাবা—

কেরাণী— তবে লিখে দিচ্ছি ওগো বন্ধু কোন কষ্ট হবে না,
হয়ও যদি দুদিন মাত্র তিনটে দিনও থাক্‌বে না।

কলির সমুদ্র-মন্থন।

কন্যাদায়— শরীরের নাম মহাশয়—
ডিস্— যা সওয়াবে তাই সয়—
উভয়ে— তবে আবার কিসের ভয়—ভেবনা—ভেবনা
কেরাণী— লিখে দিচ্ছি ওগো বন্ধু কোন কষ্ট হবে হবে না।

গীতান্তে দুইজনে দুই হস্ত ধরিয়া তরুণকে লইয়া কেরাণীসহ প্রস্থান।

পার্ব্বতী। হাঁগা—তোমাদের কথাবার্ত্তাগুলোত তেমন ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না! কি দাঁড়াল বলনা—ছেলের আমার কিছু মন্দ হ'ল নাকি!

মহাদেব। ঐ ১০টা ৬টা দাঁড়ালো আর কি—বিনা মূলধনে স্বাধীন ব্যবসা, হাজা শুকো নেই—

পার্ব্বতী। কি ঠাকুরা কর। আমি যে ডেকে এনেছি—কি হ'ল বলনা?

মহাদেব। বিশ বচ্ছর বাদে এসে দেখ' কি হ'ল।

পার্ব্বতী। বিশ বচ্ছর!—সে যে অনেক দেরী গো—না—না—তুমি বল কি হ'ল—আমার আর দেরী সইছে না!

মহাদেব। কি হ'ল জান? ফুটবল—ফুটবল—বাঙ্গালীর ছেলে ফুটবল হ'ল।

পার্ব্বতী। ফুটবল কিগো?

মহাদেব। সেই যে গড়ের মাঠ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লে, সব খেল্‌ছে—

পার্ব্বতী। সেই লাত্তি মেরে মেরে—লাত্তি মেরে মেরে—

মহাদেব। হাঁ ঠিক ফুটবল্‌—তোমার বাঙ্গালীর ছেলে ঠিক ফুটবল্‌—একজন ক'রে বুট শুদ্ধ লাথি মার্‌বে—আর একজনের পায়ের তলায় আছ্‌ড়ে পড়্‌বে—সে আবার লাথি মারবে—আর একজনের পায়ের তলায় আছ্‌ড়ে পড়বে। আবার লাথি—আবার আছ্‌ড়ে পড়া—ফের লাথি—ফের আছ্‌ড়ে পড়া। বাহবা কি বাহবা—তোমার পূজো গড়াল পার্ব্বতি!

পার্ব্বতী। সবাই লাথি মার্‌বে—কেউ আদর ক'র্‌বে না—তবে তোমায় আন্‌লুম কেন? তুমি কি ক'র্‌লে—

মহাদেব। কেউ যে আদর ক'র্‌বে না, তা নয়। যারা লাথি মার্‌বে—তারাই একটু আধটু ডলাই-মলাই ক'র্‌বে। আদরও একটু ক'র্‌বে বৈকি পার্ব্বতি! পায়ের জিনিস মাঝে মাঝে মাথায় তারা তুল্‌বে। সেই দেখনি—লাথি মেরে বলটাকে খুব উচু ক'রে দিয়ে মাথা পেতে কেমন ধর্‌তে লাগ্‌ল! ঠিক ফুটবল্‌—ঠিক ফুটবল্‌—ভারি মিলেছে—তোমার কচুর শাক আর শুক্তো খাওয়া উঠ্‌ল পার্ব্বতি—

পার্ব্বতী। লাথিয়ে লাথিয়ে বল্‌ যে তারা ফাটিয়ে ফেলেগো—

মহাদেব। ফাট্‌বে—ফাট্‌বে—এও ফাট্‌বে—

পার্ব্বতী। এও ফাট্‌বে কি গো—

মহাদেব। পিলে পিলে—তোমার বাঙ্গালীর ছেলের পিলে ফাটবে। হ্যাঃ, ফাটতেই হবে—যতক্ষণ না ফাটবে—ততক্ষণ লাথি মারবে—কিন্তু যেমন ফাটল—অমনি জুড়িয়ে গেল—বস্‌—

পার্ব্বতী। ওগো না না, তুমি অমন করে বোলো না—

মহাদেব। তবে বলব না। এখন চল ত কৈলাসে। সাধ হয় যদি, আবার বিশ বছর বাদে দুজনে বাঙ্গালায় এসে বাঙ্গালীর কেরাণী গিরির হালটা দেখে যাব। কি বল ?

পার্ব্বতী। ওগো না—আমি কি বছর আস্‌ব।

মহাদেব। এসো না—পার্ব্বতী—এসো না—এলে তোমারও আর মান থাকবে না।

পার্ব্বতী। কি যে বল ? আমার ছেলেরা আমার মান রাখবে না !

মহাদেব। নিশ্চয় রাখবে—তবে তুমি কি বছর এসো—আমায় কিন্তু সঙ্গে আসতে সেধো না।

পার্ব্বতী। আচ্ছা—আচ্ছা দেখা যাবে। এখন চল। [প্রস্থান।

পার্ব্বতী সঙ্গিনীগণের গীত

দুকুল ভাঙ্গা তুফান বেয়ে উঠেছিল কত রতন !
বুঝলিনা, দেখলিনা, করলিনা কোন্ যতন।
    ভাগাতে তোদের বাজায় নূপুর,
    উঠায় পঞ্চমে সুর,
সে গানের সুরে শুলি পাশ ফিরে ঘুমে হ'লি অচেতন।
    কাঞ্চনে ফেলিয়া কাঁচে গেরো দিলি
    ক্ষীর ছেড়ে নীরে আকণ্ঠ ভরিলি
দু'হাত বাড়ায়ে পরিতে শিকল হ'লি তোরা সচেতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কৈলাস।

মহাদেব ও পার্ব্বতী।

প্রমথ ও যোগিনীগণের নৃত্য-গীত।

যোগিনী। বাংলায়, বাংলায়—মা যাবে বাংলায়—

প্রমথ। কোমর বেঁধেছে ওই—যত সব ক্যাংলায়।

যোগিনী। বাংলায়—বাংলায়—মা যাবে বাংলায়—

আলপনা রাঙ্গা হবে মার পা'র আলতায়।

প্রমথ। সন্দেশ দাম বেশী—পেতে হবে রসকরা

দশটাকা জোটেনাকো—ব'সে আছে পাশ করা—

যোগিনী। পাশকরা, রসকরা—নাহি চাই মনোহরা,

ক'সে খাব স্বক্তো—মোচা—ওল ডাঁলনায়।

বাংলায় বাংলায়—মা যাবে বাংলায়।

প্রমথ। কোমর বেঁধেছে ওই যত সব ক্যাংলায়।

পায়স উঠিয়া গেছে—বায়স ডাকিছে সেথা,

দধি ক্ষীর চ'লে গেছে—ক্ষীরোদ সাগর যেথা।

যোগিনী। ক'সে খাব সাগুদানা—ভাবিনা সে ভাবনায়।

উভয়ে। তবে আর মিশে যাই—ক্যাংলায়—হ্যাংলায়।

মহাদেব। বিরক্ত করনা পার্ব্বতি! নন্দী-ভৃঙ্গী যতক্ষণ না ফিরে এসে বাংলার অবস্থা ভাল বলে—ততক্ষণ কিছু ঠিক হবে না।

কলির সমুদ্র-মন্থন।

পার্ব্বতী। হবে—হবে—কেন হবে না—

মহাদেব। বাঙ্গালীর জাত গেছে। যেদিন কেরাণীগিরির বিষ পান ক'রেছে—সেই দিন থেকে তারা সমাজের বাইরে গেছে—তাদের ধর্ম্ম গেছে—

পার্ব্বতী। তারপর এক এক ক'রে বিশ বছর গিয়েছি—জাত আমার আগেই গিয়েছে। আমি যাবই—বছরে একটিবার, যাব না!

মহাদেব। বিশ বছর তুমি আমার অমতে গিয়েছ কিন্তু এবার আর না।

প্রমথ। আর গিয়েও বেশ সুবিধা নেই বাবা! সন্দেশ ফন্দেশ উঠে গেছে। গত বছর স্রেফ নারকেল নাড়ু আর নারকেল ছাপা চিবিয়ে আস্‌তে হয়েছে—তাই কি নারকেলগুলো ভাল ক'রে বাটে বাবা! বলে, লোক পাওয়া যায় না। এখনও মনে হচ্ছে—চিবুচ্ছি। কি রকম জান বাবা, ঠিক যেন খালি পায়ে খোয়া বেরুনো রাস্তার উপর দিয়ে চ'লেছি।

পার্ব্বতী। সব দিন ত সমান যায় না বাপু—মানুষের দশ দশা—

মহাদেব। মানুষের দশ দশা সত্যি পার্ব্বতি—কিন্তু বাঙ্গালীর এক দশা—দুর্দ্দশা।

প্রমথ। সত্যি কথা—তুমিই বল মা—আগে আগে কি রকম যুৎ হ'তো—বর্দ্ধমানের-সীতাভোগ-মিহিদানা, কেষ্ট নগরের সরভাজা-সরপূরিয়া কাঁচাগোল্লা—

যোগিনী। বলি ও সন্দেশ খেকো মিনসে—সন্দেশ ছাড়া কিছু মুখে লাগে না নয়! গত বছর আমার সুমুখে ব'সে পাঁচসের কচুর শাক আর সের দশেক ওলের ডালনায় ধ্বংস করেছিলি যে—

প্রমথ। চুপ—চুপ—ওর পরেরটার আর নাম যেন করিসনে—বমি হয়ে যাবে—

মহাদেব। সেটা আবার কি সুখাদ্য হে?

প্রমথ। সেটা ছ্যাঁচড়া বাবা! ওয়াক-থু—

মহাদেব। ছ্যাঁচড়া! আরে সে ত রাঁধতে পারলে অতি মুখোরোচক হে!

প্রমথ। আয়োজন বিশেষ সুবিধে নেই বুঝ্‌তে পেরে কচু ঘেচু দিয়ে পেটটা ভরিয়ে নিয়ে ছ্যাঁচড়ায় হাত দিলুম বাবা—খানিকটা খাবার পর দেখি কাটোয়ার ডাঁটার গোড়া সেটা ত নয়—আধ হাত প্রমাণ, ইয়া মোটা এক দাঁতন কাটি!

মহাদেব। দাঁতন কাটি! মায় দাঁতন করা বাকি!

প্রমথ। একদম—চেবান। এক দিকটায় একেবারে যেন ময়ূরে পেখম ধ'রে আছে।

মহাদেব। আরে রামঃ—রামঃ। ছ্যাঁচড়ার মধ্যে দাঁতন কাটি কোথা থেকে এল! আরে—ছ্যাঃ ছ্যাঃ—থু থু—

প্রমথ। ছ্যাঁচড়া চড়িয়ে দিয়ে—উড়ে ঠাকুর দাঁতন ক'রছিল, হঠাৎ হাত ফসকে একবারে কড়ার ভেতর—

মহাদেব। আরে থু থু—হতভাগা উড়ে সেটাকে তুলেও ফেলেনি!

প্রমথ। তুলতে গিয়ে ছ্যাঁচড়ার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে খুঁজে পায়নি ব'লেই হ'ক্—কিম্বা কাটোয়ার ডাঁটার সঙ্গে বিশেষ গরমানান হবে না বুঝেই হক—ওটিকে বার ক'র্‌তে পারেনি বা বার করেনি। আমি অধর্ম্ম ক'রে কারুর নামে দোষ দেব না বাবা—

কলির সমুদ্র-মন্থন।

পার্ব্বতী। দেখ্—তোরা ভারী বাচাল হ'য়েছিস। অসাবধানে একটা কাজ হ'য়ে গেছলো, তার আর মাপ নেই। গেরস্তরা জানতে পারলে কি সেগুলো তোদের খাওয়াত—

মহাদেব। বলি গেরস্তর মেয়েরাও কি রান্না ছেড়ে দিয়ে চাক্‌রীতে ঢুকেছে নাকি ?

পার্ব্বতী। শোন কথা! সময়টা খারাপ—ম্যালেরিয়ায় সব প'ড়ে থাকে, কাজেই ভারিভূরি রান্না পেরে উঠে না।

মহাদেব। বলি, বাঙ্গালী বামুনগুলো কি সব ডেপুটি হ'য়ে গেছে নাকি ?

প্রমথ। কথা শোন বাবার! বাঙ্গালী বামুন! বলে রাস্তায় একটা বাঙ্গালী মুটে নেই—গাড়োয়ান নেই—একটা নাপিত নেই—একটা ছুতোর নেই—একটা ধোপা নেই—একটা কুমোর নেই। গত বছরের আগের বছর খানকতক ময়রার দোকান দেখে এসেছিলাম বাবা—গত বছর দেখ্‌লুম্ তাদের একখানাও নেই।

মহাদেব। ইজ্জৎ—ইজ্জৎ—পার্ব্বতি, তোমার বাঙ্গালীর ছেলে সব হারিয়েছে। ঐ ইজ্জতের জন্য তারা শুকিয়ে মর্‌বে, তবু দু' আনা রোজগার ক'রে এক বেলাও খাবে না! তাদের লজ্জা করে! পার্ব্বতি, তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি—বাঙ্গালীর মাথা খেতে আর বাঙ্গলায় যেও না!

পার্ব্বতী। ষাট্—ষাট!

মহাদেব। না—না, তোমাকে আর তারা দুর্গতিনাশিনী ব'লে ডাকে না। দুর্গতিদায়িনী ব'লে মনে করে। তোমার আগমনে আকাশে তারা রামধনু দেখে না—দেখে ধূমকেতু উঠেছে—বাতাসে ফুলের গন্ধ পায় না—যাই যাই, গেল গেল রব শোনে।

পার্ব্বতী। ব'ক না—ব'ক না, আমি যাব, নিশ্চয় যাব—কারুর কথা শুন্‌ব না।

মহাদেব। না—না, বোধনের বাজনায় বলিদানের পাঁঠার মত বাঙ্গালী কাঁপ্‌তে থাকে। মেয়ের বাপ, ছেলের বাপের মন কি ক'রে রাখ্‌বে তাই ভাব্‌তে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। ছেলে পিলেকে নতুন কাপড় জামা দিতে না পেরে মা বাপে মুখ গুঁজ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে থাকে। বাঙ্গালীর জন্য তোমার প্রাণ বড় কাঁদে—না? বেশ, আমি বাঙ্গালীকে এবার সাহায্য কর্‌ব। তোমাকে এই কৈলাসে এবার আট্‌কে রেখে—পূজোর আতঙ্ক থেকে তাদের আমি উদ্ধার কর্‌ব।

(নেপথ্যে ভৃঙ্গী)

ভৃঙ্গী। ওগো মাগো—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে গো!

মহাদেব। ভৃঙ্গীর আওয়াজ না?

ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী। ওগো মাগো—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে গো!

পার্ব্বতী। কি হ'ল, কি হ'ল—নন্দী কোথায়?

ভৃঙ্গী। চুলোয় যাক্ নন্দী, ওগো বাবা, আমায় কি ঠকান্ ঠকিয়েছে গো!

মহাদেব। কেবল ষাঁড়ের মত চেঁচায়—কি হয়েছে?

ভৃঙ্গী। আমি বল্‌তে পার্‌ব না। তোমরা সব এখান থেকে যাও, আমি এইখানে প'ড়ে একটু কাঁদি! ওগো আমায় কি ঠকান্‌টা ঠকালে গো!

মহাদেব। চুপ্ কর্ ভৃঙ্গি, নইলে একেবারে গলা টিপে ধর্‌ব।

পার্ব্বতী। কি হয়েছে বাবা!

ভৃঙ্গী। সেই ত আমাতে আর নন্দীতে কল্‌কাতায় গেলুম্—ওগো মাগো!

মহাদেব। আবার চেঁচায়?

নন্দীর প্রবেশ।

এই যে,—নন্দী এসে পড়েছে। ভৃঙ্গীর ব্যাপার কি?—কেবল চেঁচাচ্ছে।

নন্দী। আর বল্‌বেন না, ও আহাম্মুক আমাদের নাম ডুবিয়েছে।

মহাদেব। কি রকম?

ভৃঙ্গী। ওগো মাগো,—আমার কি হ'ল গো! আমায় কি ঠকান্ ঠকালে গো!

নন্দী। আরে ছাই, আমায় ব'লে কাজ কর্—ছিঃ ছি! এমন বোকাও হয়?

মহাদেব। বলি, হ'ল কি?

নন্দী। হ'ল যা—চূড়ান্ত বাবা! একেবারে বেকুব!

মহাদেব। আচ্ছা, হ'ল কি?

নন্দী। তাইত বল্‌ব মনে কর্‌ছি।

ভৃঙ্গী। ওগো মাগো!

মহাদেব। আবার চেঁচায়—ভাল আপদ্ বটে! একজন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে—আর একজন হেঁয়ালী কর্‌ছে। কল্‌কাতায় গিয়ে মাথা খারাপ হ'ল নাকি? নন্দী, খুলে বল হ'ল কি? নয় ত বেরিয়ে যাও বল্‌ছি!

নন্দী। রাগ ক'র না বাবা! তা হ'লে বলি শোন। সেই যে যাবার সময় কিছু কিন্‌তে টিন্‌তে একটা একটা টাকা আমাদের দিলে না?

ভৃঙ্গী। ওরে বাবারে—আমার বুক গেল রে!

নন্দী। কল্‌কাতায় পৌঁছে—সেই টাকা দিয়ে ভৃঙ্গী যে কি করবে ঠিক্‌ পেল না। কখনও মনে করে সব কিনি—কখনও মনে করে সব খাই। যাবার সময় যা হয় দেখে শুনে কেনা যাবে ব'লে দিন কতক ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছিলুম। একদিন বেরুই নি—বাসায় ব'সে আছি, ঠিক সন্ধ্যে বেলায় ভৃঙ্গী এক বোতল কিনে হাজির।

মহাদেব। বোতল! এ্যাঁ! ভৃঙ্গী, তুমি সুরা পান কর্‌লে? তোমায় ধ্বংস করব।

নন্দী। আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল; কিন্তু মোড়ক খুলে বুঝ্‌লুম তা নয়।

মহাদেব। তবে!

নন্দী। এক বোতল পাঁচন, নাম—"শিবশক্তি রস"। ম্যালেরিয়ার যম। এক বোতলে সম্পূর্ণ আরোগ্য—দাম ১৲ টাকা।

ভৃঙ্গী। ওরে, তোর পায়ে পড়ি—আর বলিস্‌ না রে!

নন্দী। বল্লে—ওষুধটা বড় ভাল—খেতে হবে। তা ছাড়া আর একটা মজা আছে—পরে বল্‌ব। তখন কি আর তলিয়ে বুঝেছি যে, ও ১৲ টাকায় কিস্তি মারতে গেছে?

মহাদেব। জর নেই, জারি নেই, এক বোতল পাঁচন খেলে!

নন্দী। খেলে ব'লে খেলে! নাক মুখ সিঁটকে—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—দিন চারবার ক'রে খেয়ে আট দিনে বোতলটা শেষ কর্‌লে।

ভৃঙ্গী। তা যে তেত আর কষা—খেলে বুঝ্‌তে পার্‌তে—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে-ছিলুম কেন! ওরে বাবারে, আমায় বাঁদর বানিয়ে দিলে রে!

মহাদেব। তুই সত্যি বাঁদর—নইলে, সুস্থ শরীরে এক বোতল পাঁচন খাস্?

ভৃঙ্গী। মার—মার, সবাই মিলে আমায় ঝাঁটা লাথি মার। ও-হো-হো! এক টাকার তেলেভাজা খেলে আমার তেল চুক্‌চুকে চেহারা হ'ত রে!

নন্দী। যে রাত্রে বোতল শেষ হ'ল—সেই সকালে উঠে দেখি ভৃঙ্গী খুব চঞ্চল—যেন কি খুঁজ্‌ছে। বালিশের তলা, বিছানার তলা, ঘরের কোণ—সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখখানা বিষণ্ণ। আমি বল্‌লুম, ব্যাপার কি ভৃঙ্গী? ভৃঙ্গী একবারে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—"ঠকিয়েছে—ঠকিয়েছে—একদম ঠকিয়েছে।" এই না ব'লেই—এক হাতে সেই খালি বোতল আর এক হাতে আমাকে ধ'রে একেবারে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে সেই পাঁচনের দোকানের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে বল্‌লে—দেখ্, মিলিয়ে দেখ্—ঠকিয়েছে কি না? এই দেখ্, সেবনের পূর্ব্বাবস্থা—আর এই পরের অবস্থা।

ভৃঙ্গী। ঠকায় নি ত কি? চোর, জোচ্চোর, সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। ও-হো-হো!

নন্দী। আমি দেখ্‌লুম, কাঁচের আলমারির ভেতর দু'টি পূরো মানুষের মূর্ত্তি—মাটি দিয়ে গড়া—খাসা রং করা। উপরে লেখা আছে—শিবশক্তি রস—ম্যালেরিয়ার যম—এক বোতলে আরোগ্য—নচেৎ মূল্য ফেরৎ। একটী মূর্ত্তির উপরে লেখা আছে—"সেবনের পূর্ব্বা-বস্থা"—অন্যটীর উপর লেখা আছে—"সেবনের পরের অবস্থা"।

মহাদেব। অবস্থাগুলি কিরূপ? বোধ হয় এই ভৃঙ্গীর মত?

নন্দী। পূর্ব্বের অবস্থা হচ্ছে—মূর্ত্তিটী খুব শীর্ণ—পেটটা মোটা—হাত, পা গুলি সরু—গলাটী ছিনে—চোখ দু'টি বসা—পেটের উপর সব শিরগুলি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—চুলিগুলি রুক্ষ—পরনে মাত্র একটু ময়লা ট্যানা—পা খালি—

মহাদেব। আর সেবনের পরের অবস্থা—

নন্দী। ওই চেহারা—কিন্তু খাসা মোটা সোটা—নাদুস নুদুস হয়েছে, দিব্যি টেরী, কাল কুচকুচে গোঁফ—পরনে একখানি ভাল কালা-পাড় শান্তিপুরী ধুতি, গলায় খাসা মুগাপাড় কোঁচান চাদর—পায়ে বার্ণিশ করা কাল লপেটা—

মহাদেব। বুঝেছি—বুঝেছি—আর বলতে হবে না—ভৃঙ্গী—এক টাকায় ধিঙ্গী হ'তে গেছলো—ঐ শান্তিপুরী ধুতি, চাদর আর লপেটার উপর ওর লক্ষ্য ছিল—ওরে বাবারে—এযে গেছো আহাম্মুক রে—হাঃ হাঃ হাঃ—

নন্দী। অবিকল—

ভৃঙ্গী। তারাও বলেছিল—অবিকল—এক বোতল খেলেই ঐ রকম হবে—স্পষ্ট লেখা ছিল, দেখিসনি নচ্ছার। নইলে এত জিনিস থাকতে আমি পাঁচন খেতে যাব কেন? ওরে বাবারে—আমায় কি ঠকান ঠকিয়েছে রে—ওহোহো—

পার্ব্বতী। আচ্ছা বাবা—এ তোমার হিসেব হল না—পাঁচন খেলে কাপড় চাদর জুতো কি ক'রে হবে—শরীরটা না হয় সারতে পারে—

ভৃঙ্গী। দেখলুম হয়েছে, তাইত ঐ বোতল কিনেছিলুম—নইলে কলকাতায় কি জিনিস ছিল না—একটাকার কুলপিবরফ খেলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত। সে কি সোজা তেত—সোজা কথা! উচ্ছে—নিম, গোলঞ্চ, চিরেতা এক সঙ্গে বেটে যেন চোণায় সেদ্ধ করেছে—

নন্দী। আর সে কি সোজা খাওয়া বাবা—সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যে দিন চারবার ক'রে ক্রমাগত আটদিন খেয়েছে—একদিন খেয়ে কেঁদে ফেলেছিলো—

ভৃঙ্গী। চুপ কর্ নচ্ছার—তুই খেলে ম'রে যেতিস্—। তোর জন্যে আমি দাম ফেরৎ পেলুম না। তুই কোন কথা বল্লি না—তাই ত তারা আমায় পাগ্‌লা বললে—ওহোহো—

পার্ব্বতী। ম'রে যাই—ম'রে যাই—এবার কলকাতায় গিয়ে ভাল শান্তিপুরী ধুতি—ভাল চাদর আর জুতো কিনে দেব—

মহাদেব। না নন্দি! দোকানদারের এ বড় অন্যায় হয়েছে। ধুতি চাদর না দিয়েছে, না দিয়েছে—জুতোটা ভৃঙ্গীকে দেওয়া উচিত ছিল—

ভৃঙ্গী। দেওয়া উচিত ছিল না! তুমি বলত বাবা—চোর—জোচ্চোর—বদমাস্—ওহোহো—টাকাটা পর্য্যন্ত ফেরৎ দিলে না—

নন্দী। আর একটু হলেই—ঘা কতক—ওই যা বললেন—জুতো দিয়েছিল আর কি। "লেখা রয়েছে মূল্য ফেরৎ তবু দিবি না—চোর জোচ্চোর"—যেমন বলা অমনি চারিদিক থেকে মার মার ক'রে ছুটে এসেছে সব—আমি অমনি ভায়ার হাত ধ'রে হিড় হিড় করে টেনে দে দৌড়—

ভৃঙ্গী। হাঁ—হাঁ—মারে সব শ্যালাই। তুই আমাকে টেনে নিয়ে এলি তাই, নইলে কে কাকে মারে দেখাতুম। তুই শত্তুর—তুই নচ্ছার—তুই পাজি—তুই ছুঁচো—তুই গাধা—তুই শূয়োর—তোকে জুতুলে তবে রাগ যায়—তোকে জুতুব—তোকে খুন ক'রব—দেখি কে রক্ষে করে।

মহাদেব। হাঁ—হাঁ—হাঁ—ভৃঙ্গি—ঠাণ্ডা হও। তুমি অতবড় আহাম্মুকিটা ক'রে এসেছ, আর ও একটু ঠাট্টা ক'রতে পারে না! শিবের অনুচর—নন্দী-ভৃঙ্গি তোমাদের এক প্রাণ—এক মন—তোমাদের কি মারামারি সাজে! নন্দি—দুজনে আপোষ কর—

নন্দী। ভাই ভৃঙ্গি! আমি কি আর সত্যি বল্‌ছি ভাই!

ভৃঙ্গী। ভাই নন্দি! সত্যিই বল আর মিথ্যেই বল—তারা আমায় ভারি ঠকিয়েছে।

মহাদেব। যাক—এখন বল দুজনে—বাংলার অবস্থা কি—তোমাদের মা ত পা বাড়িয়ে রয়েছেন—

নন্দী। এবার পা দুটো গুটিয়ে নাও মা—অবস্থা সসেমীরে—ইংরিজি মাসের পনেরই এবার পূজো—বাঙ্গালীর ছেলে একবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সেছে।

পার্ব্বতী। দেখ, এসব তোমাদের ষড়যন্ত্র। তারিখ নিয়ে আমি কি ক'রব—

ভৃঙ্গী। আহা—তা বুঝি জান না মা! মাসকাবারি মাইনে তেরাত্তির ঘরে বাস ক'রতে পায় না—

নন্দী। তাও যদি চাকরী সবাই পেত, তা হ'লেও যা হয় হ'ত। এক আনা বাঙ্গালী চাকরী পেয়েছে—আর ঐ এক আনার দিকে তাকিয়ে পনের আনা বাঙ্গালী বসে আছে—কে কবে ম'রবে—

শুনতে জানে না এমন লোক—পান বিড়ি বেচে—মুড়ি মুড়কির দোকান ক'রে—হেসে খেলে কমসে কম মাসে ৫০৲ টাকা উপায় ক'রছে—তবু না—ঐ চাকরী—

ভৃঙ্গী। বাঙ্গালীর ছেলেরা কিন্তু ভারি পড়্‌ছে বাবা—

নন্দী। বাবার নাম যদি রক্ষা কর্‌বি তবে বাঁচ আগে। রুটী নিয়ে টানাটানি, দু দশদিন পড়াশুনো বন্ধ ক'রে আগে রুটীটে বাঁচা—তা নয়, সব একান্নাতাড়ে প'ড়ে যাচ্ছে। তা, কি ছেলে কি বুড়ো—

মহাদেব। কি রকম তবু—

নন্দী ও ভৃঙ্গীর গীত।

নন্দী ও ভৃঙ্গী। পিলে করে টন্ টন্—ছেলে পড়ে "স্বরে অ"
খোট্টার ছেলে হাঁকে—"জিলাপী—চাই চা"।
বাঙ্গালীর ছেলে পড়ে হ্র-স্বী—দী-র্ঘী
খোট্টার ছেলে হাঁকে "চাই-তেল—চাই-ঘি"।
বাঙ্গালীর ছেলে পড়ে—এই ৯—এই ৯
খোট্টার ছেলে গোণে—সিকি আধুলি।
বাঙ্গালীর ছেলে পড়ে—এ—ঐ—ও—ঔ
খোট্টার ছেলে হাঁকে "চুড়ী নিবি আয় বৌ।"
নাকে মুখে গুঁজে ভাত—ছুটে যায় বাঙ্গালী
গদীতে বসিয়া ওরা—খাওয়ায় কাঙ্গালী।
মনিব হাঁকিয়া বলে—কি করিলি শ্যালা,
খেয়ে দেয়ে মোটর চোড়ে (ওরা) গড়ে ধর্ম্মশালা।

মহাদেব। আহাহা—পার্ব্বতি, শুন্‌লে?

পার্ব্বতী। শুনলুম—শুনলুম—কালা নই—আর কি শুনাবে শুনাও—

নন্দী। গঙ্গার ঘাটে দেখলুম—উড়েরা বাঙ্গালীকে তর্পণ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াচ্ছে—সার বন্দী ক'রে দিয়ে—যেন নামতা পড়াচ্ছে—বাবা!

কলির সমুদ্র-মন্থন।

মহাদেব। আহা-হা—বাংলার ব্যবসা চালাচ্ছে অবাঙ্গালীতে, বাংলার ধন প্রাণ রক্ষা কর্‌ছে খোট্টায়—বাঙ্গালীর ছেলের বাপ পিতো- মোকে উদ্ধার কর্‌ছেন উড়ে। কর্পোরেশনে মিটিং করে কোন্ দিন বাংলার নাম পাল্‌টে দেয় দেখ না।

ভৃঙ্গী। ও পাল্‌টে আর দিতে হবে না। আপনিই পাল্‌টে যাবে। একদিন বাজারে ঢুকেই বুঝেছি—আর দেরী নেই। টাট্‌কা তরী তরকারী, টাট্‌কা মাছ মাংস—খাঁটী দুধ ঘি খাবার পয়সা বাঙ্গালীর নেই। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে আর কতদিন—

নন্দী। ছোট খাট রোগ বাংলাদেশে আর নেই—সব ইয়া—ইয়া— পায়েরিয়া, ডায়েরিয়া, হিষ্টিরিয়া, ডিপথিরিয়া—

ভৃঙ্গী। আবার বিচক্ষণ বিচক্ষণ রোগের নাম শুন বাবা—থাইসিস্, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, বেরিবেরী, কালাজ্বর।

নন্দী। ভৃঙ্গী যা বলেছে বাবা—সত্যি বল্‌তে কি—যে কদিন ছিলুম— ভাল ক'রে গলা ঝেড়ে কাস্‌তে পারিনি—দুবারের বেশী তিনবার ভরসা ক'রে যেতে পারিনি—

মহাদেব। সে আবার কি হে—

নন্দী। ওইত মজা—বলে—

নন্দী ও ভৃঙ্গীর গীত।

কেসেছো কি থাইসিস্—তার নাম যক্ষা
শিবের অসাধ্য রোগ—নাহি তার রক্ষা।
জ্বরেছো কি টাইফয়েড—অথবা সে কালাজ্বর,
জন্মিলে মরিতে হবে—অমর নহে ত নর।
ধাপ্পা ধাপ্পা—দুনিয়াটা ফক্কা
বাপ বেটা মায়ে ঝিয়ে এক সাথে অক্কা।

মামাচির গোড় নয়—সে যে মার-দয়া গো
বসন্ত-বাতাস পেয়ে প্রাণ করে গোঁ গোঁ।
ফুলেছ কি প্লেগ সেটা—বেরীবেরী কিম্বা
ভীষ্ম-নিধন তরে—ছোটে যেন অম্বা।
একবার দুইবার—যাতায়াত তিনবার
কলেরা—কলেরা—বিনতি কাথার।
ধাপ্পা ধাপ্পা—দুনিয়াটা ফক্কা
বাজে বেল—হার্টফেল—আসে টরে টক্কা।

মহাদেব। পার্ব্বতি! যাওয়া হবে না। বিশ বছর পরে এইবার বাংলায় গিয়ে তাদের জন্যে কিছু কর্‌ব মনে ছিল কিন্তু আমি যাব না, তাদের জন্য কিছু করব না।

পার্ব্বতী। যাওয়া হবে না! কিন্তু আমি যে বেরিয়েছি—একা—পায়ে হেঁটে—এই এক কাপড়ে—আমি রওনা হলুম—জানি না আর ফিরব কি না— [প্রস্থান।

মহাদেব। নন্দি, ভৃঙ্গি, না—এই দর্জ্জাল মাগী আমায় আবার ছাগ মুণ্ড করাবে। নাও, আর কি ক'র্‌বে—চল—পুটলি বাঁধ।

চতুর্থ দৃশ্য।

তরুণের গৃহ-সম্মুখ।

ত্রস্তে তরুণ বাহিরে আসিল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যস্তভাবে তরুণের স্ত্রী ভদ্রকালী আসিল।

ভদ্র। ওমা, হাঁস্‌পাতালে কি গো?

তরুণ। হাঁ-হাঁ, হাঁসপাতালে—হ-এ চন্দ্রবিন্দু আকার—হাঁ—দন্ত-স—পয়ে আকার তা—ল, বুঝ্‌লে?

ভদ্র। বুঝ্‌লুম কি গো! বলি, তুমি হাঁসপাতালে যাবে কেন?

তরুণ। চিকিৎসা করাতে—চিকিৎসা করাতে, হাঁসপাতালে কি আর থিয়েটার দেখ্‌তে যায়!

ভদ্র। চিকিৎসা কি গো! হঠাৎ তোমায় কি ব্যায়রাম হ'ল?

তরুণ। কঠিন ব্যায়রাম হয়েছে—এক আধ দিনে সার্‌বে না। প্রায় তিন মাস লাগ্‌বে।

ভদ্র। ওগো মাগো! আমার কি হ'ল গো! কা'র হাতে আমায় দিলে গো!

তরুণ। বল হরি—হরি বোল্!

ভদ্র। দেখ, ন্যাক্‌রা ক'র না। এমন রোগ হ'ল যে তিন মাস লাগ্‌বে?

তরুণ। হাঁ, পাকা তিন মাস—এই আজ ১১ই অক্টোবর, ১৫ই পূজো—আমি আস্‌ব—নবেম্বর ডিসেম্বর—এই জানুয়ারির শেষাশেষি। পূজোটা এবার আর দেখা হ'ল না—কি ক'র্‌ব—ব্যায়রাম পুষে ত রাখা যায় না।

ভদ্র। হাঁ গা, পর্‌শু যে ষষ্টি—সেজ-জামাই বাড়ী পূজোর তত্ত্ব কর্‌তে হবে যে—নতুন জামাই!

তরুণ। মর্ মর্! আমার প্রাণ আগে, না—তোর জামাইয়ের তত্ত্ব আগে? তা যাক্, সে আমি সেইখান থেকেই ব্যবস্থা কর্‌ব। শুধু পূজো কি—বড়দিনের তত্ত্ব পর্য্যন্ত সেরে আস্‌ব।

ভদ্র। হাঁসপাতালে ত শুধু ওষুধ পাওয়া যায়—তত্ত্বের যোগাড় সেখানে কি ক'রে হবে?

তরুণ। হাঁসপাতালে প্রাণ পাওয়া যায়—আর তত্ত্বের যোগাড় পাওয়া যাবে না? ঠিক যাবে।

ভদ্র। হাঁ গা, আমায় বুঝিয়ে বল। হাঁসপাতালের নাম শুনে বুক আমার কাঁপ্‌ছে। নতুন জামাই, পূজোর তত্ত্ব—বড়দিনের তত্ত্ব—আমার সর্ব্বশরীর ভাবনায় ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'র্‌ছে।

তরুণ। বোঝ্‌বার কোন দরকার নেই। আমি এখনি রওনা হব—তুই আজকের ডাকেই তিন জামাইকে লিখে দে যে, আমার কঠিন ব্যায়রাম—এখানকার ডাক্তারে রোগ ঠিক কর্‌তে পারে নি, হাঁস-পাতালে দিয়েছে—এ বিপদে তোমরা না দেখ্‌লে বাবা, কি হবে?

ভদ্র। তা তত্ত্বের ব্যবস্থা হ'ল কোথায়? তুমি যা বল্‌ছ তা'তে ত বোধ হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

তরুণ। ভালই হ'ল—রোগ নির্ণয় হ'য়ে গেল, পাগলেরও চিকিৎসার প্রয়োজন।

ভদ্র। দেখ, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে!

তরুণ। স্বাভাবিক, স্বামীর কঠিন পীড়া—সতীসাধ্বী না কেঁদে থাক্‌তে পারে না।

ভদ্র। দেখ, এখনি বল্‌বে ত বল কি ব্যাপার—নইলে এমন চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ব—ওগো মাগো, আমার কি হ'ল গো! (ভীষণ চীৎকার)।

তরুণ। হাঁ-হাঁ-হাঁ, তবে শোন্‌! সত্যই আমি তত্ত্বের যোগাড়ে চলেছি। তিন মাস ছুটী পেয়েছি। মাইনে ষাট্‌ টাকা পাই তা জানিস্‌। তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—এখনও তিনটে মেয়ে দু'টো ছেলে। খেতে গড়ে আট দশটী প্রাণী। লোক-লৌকতা, আহার ব্যাভার, ডাক্তার ওষুধ, মাইনে বই, তত্ত্ব-তাবাস এতাবৎ ক'রে এসেছি—কিন্তু আর অসম্ভব। আফিসে ধার, দরোয়ানের কাছে ধার, কাবলীওলার কাছে ধার। বন্ধু বান্ধব যে যেখানে আছে সকলের

কাছে ধার। মুদীর কাছে ধার, গোয়ালার কাছে ধার, স্যাক্‌রার কাছে ধার। জমী-জারাৎ, বাড়ী-ঘর বন্ধক, সুদের দায়ে বিকোয় বা। সুমুখে পূজো আর শীতের দু' দু'টো সাংঘাতিক তত্ত্ব। আমি পার্‌ব না—কর্‌ব না।

ভদ্র। ওমা, নতুন জামাই—পার্‌ব না বল্লে ছাড়্‌বে কেন?

তরুণ। তাই হাঁসপাতালে যাচ্ছি। দু' বেলা অফিস যদি যাই ছাড়্‌বে না—অসুখ হয়েছে ব'লে বাড়ীতে যদি প'ড়ে থাকি, তা হ'লেও ছাড়্‌বে না। কিন্তু হাঁসপাতালে গিয়েছি বল্‌লে বোধ হয়—না——নিশ্চয় ছাড়্‌বে। দেখ্, আমার ভারি হাসি আসছে—নিশ্চয় মেরে দেব। হাঁসপাতালের নামে বাঙ্গালী এখনও কিছু সম্মান অথবা ভয় রাখে! কেন বাবা, মেয়ের বাপ হয়েছি ব'লে এক-চেটেই দিয়ে যেতে হবে—আমি কিছু আদায় কর্‌ব না!

ভদ্র। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেচি। পূজোয় আর শীতে জামাইকে কলা দেখাতে চাও?

তরুণ। ঠিক ধরেছিস্। না-না, তারা চাইবে না—কি ক'রে চাইবে? শ্বশুরের এমন অসুখ. যে হাঁসপাতালে। বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত। তারা এত ইতর হবে না—বুঝ্‌লি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোকেও একটু ভণিতে ক'রে কান্নাকাটি কর্‌তে হবে—তা আর পার্‌বি নে?

ভদ্র। তুমি যদি এমনি ইতর হ'তে পার—তারা হ'তে পার্‌বে না? হ'ক্ না হ'ক, তোমার ইত্‌রমিতে আমি যোগ দিতে পার্‌ব না। আমি খুলে ব'লে দেব অসুখ মিথ্যে—তত্ত্বের ভয়ে হাঁসপাতালে শুয়ে আছে।

তরুণ। তা হয় না বন্ধু—তা হয় না। হাঁসপাতালে আমার নাম রেজে-ষ্টারী থাক্‌বে—আমায় বিছানা দেবে—কি অসুখ হয়েছে—কি

ওষুধ খাচ্ছি—সকালে কেমন থাকি—বিকেলে কেমন থাকি—সব লেখা থাক্‌বে। নার্সের সই থাক্‌বে—বড় বাবুর সই থাক্‌বে—বড় সাহেবের সই থাক্‌বে। এর পরে আর কারুর কোন কথা চল্‌বে না। হয় তোকে মিথ্যেবাদী বল্‌বে—না হয় বল্‌বে—মাগীটে নষ্ট—

ভদ্র। আচ্ছা আচ্ছা—একটা কথা, কঠিন কঠিন রুগী হাঁসপাতালে যায়গা পায় না—আর সুস্থ শরীরে তুমি যাবে—তোমায় যায়গা দেবে? কথমও না।

তরুণ। হাঁ, এই একটা কথা বলেছিস্, যা হাকিমে শুনে—আর আমিও আগে থেকে যদি ব্যবস্থা না ক'রে রাখ্‌তুম, তা হ'লে এর উত্তর দিতে আমায় বেশ প্যাঁচে পড়্‌তে হ'ত। শোন্ তবে, আমাদের সঙ্গে কলেজে একজন পড়ত—সে এখন আলিপুরের resident surgeon হয়ে এসেছে—বুঝলি! অর্থাৎ সে এখন ইচ্ছা ক'রলে তিনমাস কেন, ছমাস আমাকে জায়গা দিতে পারে।

ভদ্র। তুমি তাকে এই সব জুচ্চুরির কথা বল্‌তে পারলে!

তরুণ। জুচ্চুরি! সার্জ্জনে আমার মাথার তারিফ করলে, আর তুই বলিস জুচ্চুরি!

ভদ্র। মুণ্ডুর তারিফ করেছে—জুচ্চুরি নয় ত কি!

তরুণ। হয় হল—তা ব'লে চুরী ক'রতে পারব না।

ভদ্র। ওমা, নিভা—তোর কপালে এই ছিল মা! (ক্রন্দন) ও বাবা আমায় কার হাতে দিয়ে গেছ বাবা! (ক্রন্দন) (হঠাৎ থামিয়া) আচ্ছা—কি রোগের রুগী হবে তুমি! জর নেই—জ্বালা নেই—ফুলো নেই, ফাঁপা নেই, কখনও হাঁসপাতালে নেবে না, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—

তরুণ। আরে, রোগ ফরমাস দিয়ে তয়ের করা হবে। এই ধর্—চোখের অসুখ, কিম্বা ধর্ হাড়ের ভেতর ঘুন ধরেছে—কি ধর্, মানুষ দেখলেই কামড়াতে যাই। আরে, ডাক্তারকে যদি বলি এই হচ্ছে—সে কি বলতে পারে—না। বরং সে তখনি একটা মস্ত রোগের নাম দিয়ে, চিকিৎসা ক'রতে লেগে যাবে।

ভদ্র। আর যখন সেই মেতর মুদ্দোফরাসগুলো গলাটিপে ওষুধ খাওয়াবে!

তরুণ। ওষুধ, সে ত ভাল জিনিস – বিষ ত নয়, কতক খাব, কতক ফেলে দেব—

ভদ্র। ওমা নিভা! তোর কপালে এই ছিল মা! পুজোয় একখানা কাপড় দিতে পারলুম না! (ক্রন্দন) আচ্ছা – এই তিন মাস হাঁসপাতালে কি ক'রে শুয়ে থাকবে – মেতরের ভাত কি ক'রে খাবে—মাগো!

তরুণ। হাঃ হাঃ হাঃ—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—শোন্—আগেই বলেছি—সার্জ্জেন আমার তারিফ ক'রেছে। ছেলের বাপকে ঠকালে কোন পাপ নেই সে ব'লেছে। আর কি বলেছে জানিস, বলেছে—তার গিন্নির রান্না তিনমাস ধ'রে আমায় খাওয়াবে। তবে কি জানিস—হাঁসপাতালের খাঁটি দুধটা না খেয়ে ছাড়ছি না। রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন হ'ল আমার বন্ধু, হাঁসপাতালের লোকে আমায়—গাইয়ের বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাওয়াবে ব'লেছে। আমি কি হাঁসপাতালে থাক্‌বো! দিব্যি ভাল মন্দ খেয়ে দেয়ে—তাস দাবা পাশা খেলে তিনটে মাস কাটিয়ে দেব।

ভদ্র। আর যখন জামাই হ'ক—আর যেই হ'ক—তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে—

তরুণ। হাঃ হাঃ হাঃ—এইখানেই আমি ভাবছি—আর হাসি রাখতে পারছি না। যেই যাক না কেন—ঠিক দেখবে—আমি হাঁসপাতালের বিছানায় মুড়ী দিয়ে প'ড়ে আছি। এই ধর্ জামাই দেখতে গিয়েছে—গিয়ে কাছে ব'সেছে—আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—কি মাইডিয়ার কেমন আছ? কিম্বা ধর্—তুই গেছিস—আমি বল্লুম—কি বিদ্যেধরী, ব্যবসা বাণিজ্য চলছে কেমন? আহাহা—শোনই না, এই বড় ছেলে—

ভদ্র। মরণ আর কি, গলায় দড়ি—গলায় দড়ি। এমন ক'রে গলায় দড়ি দিয়ে হাঁসপাতালে চব্বিশঘণ্টা প'ড়ে থাকবে কি ক'রে!

তরুণ। না, তোকে দেখছি—হাসপাতালে পাঠিয়ে আইন কানুনগুলো না জানিয়ে দিতে পার্‌লে আর চল্‌ছে না। মর্ মর্—একি শ্বশুর বাড়ী, যে সকাল থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত শালি-শালাজরা যখন ইচ্ছা জামাই দেখ্‌তে আস্‌বে! এ হাঁসপাতাল—দিনে দুটীবার—একবার বেলা ১১টা থেকে ১২টা, আবার সন্ধ্যা ৫টা পেকে ৭টা। যাক—সব খুলে বলেছি—সব বুঝ্‌লি—এখন হে সতি—স্বামীকে হাসি মুখে বিদেয় দে। ভীষণ এই অত্যাচারী ছেলের বাপ-সম্প্রদায়কে একেবারে Go to Hell—করে দি। হ্যাঁঃ, আজই জামাইদের চিঠি লিখে দে—তবে কোন্ হাসপাতালে গেছি তা লিখিস নে। চিঠি পেয়ে নিশ্চয় জান্‌তে আস্‌বে—আর তখন, খাওয়া দাওয়ার কথা যদি উঠে, তখন বল্‌বি—যদি না উঠে—তা'হলেও প্রকারান্তরে শুনিয়ে দিবি—যে, ডাক্তারে কেবল ফলমুল আর সন্দেশ ব্যবস্থা ক'রেছে। বাবা সকল—তোমরা এ বিপদে না দেখ্‌লে কে দেখবে—আমার আর কে আছে। তোমরা পুরোণো জামাই পেটের ছেলে বাবা।

ভদ্র। মরণ আর কি—মরণ আর কি—গলায় দড়ি তোমার নয়—আমার।—কঠিন রোগে সন্দেশ পথ্য!—

তরুণ। হায় হায়, শুনিসনি—আশু মুখুয্যের কথা! অত বড়লোক—সরস্বতীর বরপুত্র—খালি সন্দেশ খেতো। যাক, আমি রওনা হলুম—আর দেরী কর্‌লে এখনি স্যাঁকরা ব্যাটা এসে হাজির হবে। কাবলে ব্যাটা সকালে আসে না—তার জন্যে ভাবনা নেই—সে আস্‌বে বিকেলে—তাকে ব'লে দিবি—কঠিন ব্যায়রাম—হাসপাতালে গেছে—

ভদ্র। ওমা নিভা, তোর বরাতে এই ছিল মা! (ক্রন্দন)

তরুণ। শোন্ শোন্—তারপর মনে কর্—তিনটে জামাই—সপ্তাহে তিনজনে গড়ে একদিন ক'রেও যদি যায়—শুধু হাতে অবশ্য যাবে না। ফলমূল সন্দেশ—কিছু কিছু চক্ষু লজ্জার খাতিরেও নিয়ে যাবে। মনে কর্ দেখি—বড় জামাই—আজ কিছু আঙ্গুর আর সন্দেশ নিয়ে গেল—আহাহা—শুধু বাজারেই দেখে থাকিরে। তারপর মেজো জামাই—মনে কর্—কিছু কমলা আর ভীমনাগের সন্দেশ নিয়ে গেছে—ওহো হো—তারপর মনে কর—ছোট জামাই—কিছু বেদানা আর সন্দেশ—মাইরি—আমি যে কি ক'র্‌ব ভেবে উঠতে পার্‌ছি না। দেখ্—এত আমি খেতে পার্‌ব না—তুই রবিবার ক'রে বড় ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিবি। খেয়ে দেয়ে সপ্তাহে যা জম্‌বে—বুঝ্‌লি—তোরা মায়ে পোয়ে সবাই মিলে খুব খাবি—শরীর পোষ্টাই হ'য়ে যাবে—বুঝলি—

ভদ্র। অমন খাওয়ার মুখে আগুন। মাগো বাবাগো—পয়সা খরচ ক'রে তুমি আমায় জলে ফেলে দিয়েছ গো! আমি যে বেয়ানকে পূজোয় গরদ দিয়ে তত্ত্ব ক'র্‌ব বলেছিলুম গো!

তরুণ। হাঁ হাঁ—আমারও যে গারদের ব্যবস্থা ক'রেছিলে গো—তা হয় না বন্ধু—তা হয় না।

ভদ্র। তা যদি হয় না—তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন?

তরুণ। কে বিয়ে ক'রেছিল? আমি? না—কখনও না। বিয়ে করেছিল ফকরে মুচির বাবা—

ভদ্র। মরণ আর কি—যমের অরুচি—ফকরে মুচির বাবা বিয়ে ক'রেছিল!

তরুণ। নিশ্চয়—

ভদ্র। যমের বাড়ী যাও—যমের বাড়ী যাও—মুখ খসে যাবে—

তরুণ। কিছুতেই যাবে না। আঠার বছরে বিয়ে হ'য়েছিল—আমায় কোলোরাফরম ক'রে বিয়ে দিয়েছিল। কে জানে কে বিয়ে ক'রেছিল।

ভদ্র। টোপর মাথায় দিয়ে গিয়েছিল কে?

তরুণ। আগেই বলেছি—কোলোরাফরম ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।—বাবা, সংসারে অ, আ, ক, খ শেখবার পাঠশালা আছে—a, b, c, d, শেখবার স্কুল আছে—tangent, cotangent শেখবার কলেজ আছে আর প্রেমের পাঠশালা পর্য্যন্ত নেই! এ সম্বন্ধে—Why to marry—when to marry—whom to marry—অর্থাৎ কেন বিয়ে ক'রব—কখন বিয়ে ক'রব—কাকে বিয়ে ক'রব—পাঠশালা, স্কুল, কলেজ থাকা উচিত ছিল—নেই ব'লেই এই দুর্গতি!

ভদ্র। বটে! দাও আমার বাবার তিন হাজার টাকা ফিরিয়ে। সে টাকা পেলে তোমার খোসামোদ ক'রতে হবে না। সুদের সুদে পেট চলে যাবে।

তরুণ। নালিশ কর—কোর্ট খোলা—অবশ্য বাবার নামে—

ভদ্র। বাবার নামে! বাবা না হয় পণের টাকা নিয়েছিল। আমার দেড় হাজার টাকার গয়না নিলে কে? আ মরি, বিয়ে পাস ছেলে!

তরুণ। সে কি আমি খেয়েছি—উচ্ছের ঝাড়ে খেয়েছে—উচ্ছের ঝাড়—তার ফল তেত—ফুল তেত—শেকড় তেত।

ভদ্র। কিঃ, আমি উচ্ছের ঝাড়—

তরুণ। নিশ্চয়—বাবা না হয় বিয়েই দিয়েছিল—আমি না হয় টোপর মাথায় দিয়ে গিয়েইছিলুম—তাব'লে বছর বছর ছেলে হ'তেই হবে—এমন ত কোন contract করা হয় নি।

ভদ্র। বটে—বছর বছর ছেলে—সে আমার দোষ—মর্ মর্ মর্—

তরুণ। ও তাহ'লেও বোধ হয় ছেলে হওয়া বন্ধ হবে না। বাপ—শাশুড়ী মাগীর সাত সাতটা মেয়ে—পাঁচটা ছেলে—এ দেখেও বাবা আমার ঐ শূয়োর বিয়োনীর ঘরে বিয়ে দিয়েছিল—

ভদ্র। কিঃ, যত বড় মুখ তত বড় কথা!

তরুণ। কেন! ঐ ত নবীনের বৌ—একটি ছেলে, একটি মেয়ে, বাস্—

ভদ্র। উচ্ছের ঝাড়! শূয়োর বিয়োনীর ঝাড়! নিয়ে এস আমার গয়না—নইলে আমি রক্তগঙ্গা হব—

তরুণ। ওই দেখ ঘনশ্যামের বউ—একটি ছেলে, বাস্—

ভদ্র। কিঃ, নবীন ঘনশ্যাম—নাম কর—নাম কর—তারপর আমি বল্‌ছি—তুমি কোন ঝাড় থেকে গজিয়েছ—

তরুণ। এই ধর্—বিপিনের বউ—একেবারে বাঁজা।

ভদ্র। বটে বটে—নবীন তোমার মত কেরাণী নয়—সে ডাক্তারি করে—ঘনশ্যাম তোমার মত কেরাণী নয়—সে দালালি ক'রে। তারপর, এইবার ছারপোকার বংশের পরিচয় দিই। এই ধীরেন মুখুয্যে—কেরাণী—ছটামেয়ে একটা ছেলে—এই হরেন বাড়ুয্যে কেরাণী—

সাত সাতটা মেয়ে। এই ধীরেন ঘোষ কেরাণী—বছর বছর দুটো ক'রে যমজ ছেলে মেয়ে—একুনে তেরটি। তারপর, নিধু চাড়ুয্যে—কেরাণী—একটা বাঁচে না, তবু বছর বছর ছেলে। তারপর খগেন মিত্তির—ছারপোকার ঝাড়—কলেরায় মারতে পারলে না, প্লেগে মারতে পারলে না। বসন্তে উজাড় ক'রতে পারলে না—ম্যালেরিয়ায় সাবাড় করতে পারলে না!

তরুণ। (স্বগতঃ) তাও ত বটে—এটাত অত হিসেব রাখিনি—সব বেটাই ত আমার মত কেরাণী—(প্রকাশ্যে) কিঃ, তুই কেরাণীর নিন্দে করিস্—নেমকহারাম—কেরাণী না থাকলে ইজ্জৎ থাকতো কোথা? কেরাণীর নিন্দে!

ভদ্র। বাপরে—আর কি নিন্দে করি! চিরুণীর পেছনে আর 'পতি পরম গুরু' লিখিয়ে নেব না। লিখিয়ে নেব—কেরাণী পরম গুরু—ছারপোকার ঝাড়—

তরুণ। বেরিয়ে যা, বেরিয়া যা—বের ক'রে দিয়ে তবে হাঁসপাতালে যাব।

ভদ্র। বের ক'রে দিতে হবে না। আমি বেরিয়েছি—এ বাড়ীতে ভাত খেলে সন্তানের অকল্যাণ হবে—ধড়ফড় ক'রে ছেলে মেয়েগুলো ম'রে যাবে। ওরে ননি, খেঁদি, নেদো, মেনো—বেরিয়ে আয়—ভিক্ষে ক'রে সব খাওয়াব—তবু কেরাণীর ভাত আর খাব না।

(সকল ছেলেপিলে বাহির আসিল)।

চ'লে আয়—চলে আয়—

তরুণ। করকি—করকি—তোমার পায়ে পড়ি—দেখ, হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা হ'য়ে গেল। পায়ে পড়ি—যেওনা—যেওনা—

ভদ্র। বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিলে যে ছেলে পাওয়া যায় না—অক্ষম কাপুরুষ ক্লীব কেরাণী আজ তাদের শত্রু—শুধু চুমু দিয়ে যাদের

মানুষ ক'রতে পারি আমরা—তাদের কেরাণী বাপ আজ তাদের আপদ বালাই মনে করে! পয়সা নেই ব'লে মরণ কামনা করে—

তরুণ। পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি—

ভদ্র। সকল লোকের জুত খেয়ে এসে তারা জুতো দেখিয়ে আমাদের রক্ষিতা ক'রে রাখ্‌তে চায়! ওরে, চলে আয়—চলে আয়—(যাইতে—যাইতে) যদি সতী হই—যদি সন্তানের মা হই—তবে যেন পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট পেয়েও সন্তানদের রেখে যেতে পারি—তারা যেন তোমার লাঞ্ছনা দেখে। [প্রস্থান।

তরুণ। তাইত, কি ক'রতে কি কর্‌লুম। অভাবে একি স্বভাব হ'ল! একটি পয়সা কখনও অপব্যবহার করিনি—সারাদিন ধ'রে জুতো লাথি খেয়ে এসে—এদের দেখে যে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিছি—আর আজ—যেন মনে হ'চ্ছে—আর পারি না। সব যাক—সব মরুক—সব বিষ খাইয়ে মারি—ভগবান, ভগবান—না—না—এ বিষ ত নিজেরাই হাতে ক'রে খেয়েছি। ওহোহো—ওগো—কে আছ—কে আছ—আমার আপনার বল্‌তে কে আছ—

স্যাঁকরার প্রবেশ।

সর্ব্বনাশ, স্যাঁকরা ব্যাটা যে হাজির! হাঁ দেখুন—কাল মাস কাবার হ'য়েছে বটে—তবে রাস্তায় ভয়ানক হাঙ্গামা ব'লে মাইনেটা আনিনি। আজ আন্‌ব—আমি দিয়ে আস্‌ব—কিছু মনে ক'রবেন না।

স্যাকরা। মশায়—ছটা মাস কাবার—এই রকম নানা ফন্দিতে কাটিয়েছেন। আজ রাতটা দেখ্‌ব—কাল নালিশ ক'রব। কিছু মনে ক'রবেন না যেন। [প্রস্থান।

একজন ভিখারির প্রবেশ।

গীত।

ওগো মাস তুমি হওনা কাবার
তুমি যে কাবার হ'লে আসবে পাওনাদার।
আসবে গোয়ালা, নন্দলালা,
মুদী সুদী কাবলিওয়ালা,
ধোপা নাপিত বাড়ীওয়ালা, আসবে স্বর্ণকার॥
তুমি যদি একবার খানি
থমকে দাঁড়াও গুণমণি,
নির্ভয়েতে যাইগো খেয়ে যা' ইচ্ছা আমার
চুক্তি আছে দামটা চাবে হ'লে মাস কাবার॥

অরুণ। বাবা—প্রাণের গান গেয়েছিস "নবমী নিশিগো তুমি পোহায়ো না আর" বড় দুঃখেই মেনকা গেয়েছিল। আর আজ বড় দুঃখেই কেরাণী বলছে, "ওগো মাস তুমি হওনা কাবার"। সত্যি ভারি মজা হত, যদি একটা মাস এমন হত, যে কিছুতেই কাবার হ'ল না। বাবা, তোমায় কি বলব, তুমি প্রাণের গান গেয়েছ। দেনা কিছু কিছু মিটিয়ে একটী পয়সা নেই—থাকলে মাইরি তোমায় একটা পয়সা আজ দিতুম। যাই হ'ক, তুমি মাসকাবারে একবার এস—আমি একটা পয়সা তোমাকে দেবই, বড় ভাল লেগেছে, তোমার গান—"ওগো মাস তুমি হওনা কাবার"—

[ভিখারির প্রস্থান।

কাবলেওয়ালার প্রবেশ।

সর্ব্বনাশ! কাবলে ব্যাটা, সকালে কখনও আসে না। আজ আসবেই বুঝতে পেরেছি—সতীর দীর্ঘশ্বাস।

কাবলে। এই রুপী লেয়াও—

কলির সমুদ্র-মন্থন।

তরুণ। এই থোড়া বইঠিয়ে সাব, হাম—একটা জরুরি কাম সারকে আবি—

কাবলে। ভাগ্‌তা [ধরিয়া] নেহি হোগা—লুপী লেয়াও [হ্যাঁচকা দিল] লুপী লেয়াও। চার পাঁচ মাহিনা তোম কুচ দিয়া নেই, লুপী লেয়াও—

তরুণ। এই সাহেব, কি করছ—হামকো লাগতা হ্যায়—

কাবলে। লুপী লেয়াও [মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিল]

তরুণ। ও রকম অভদ্রতা যব্ করেগা—তব কোর্টমে যাও—

কাবলে। কেয়া—[টানিয়া তুলিল] কোর্টমে যায়েগা! তোমকো রূপেয়া কোর্টমে দিয়া!' হিঁয়া দিয়া, হিঁয়াসে লেগা! [আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল]

[তরুণ মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল]

কাবলে। মরণে নেহি দেগা, কালভি ফিন আয়েগা— [প্রস্থান।

হরপার্ব্বতীর আবির্ভাব।

পার্ব্বতী। প্রভু, আর কেন, একটা কিছু ব্যবস্থা কর—

মহাদেব। স্থির হও পার্ব্বতি, মরেনি মূর্চ্ছা গেছে, ঐ দেখ উঠে বসছে, এস আমরা অন্তরালে যাই—

পার্ব্বতী। আর আমি অন্তরালে যাব না। হয় কোন ব্যবস্থা কর, না হয় আত্মঘাতী হব।

মহাদেব। আঃ, কেন ব্যস্ত হও—স'রে এস না।

[উভয়ের অন্তরালে প্রস্থান।

তরুণ। উঃ [সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে] সতীর নিশ্বাস—সঙ্গে সঙ্গে ফলে গেল। মিথ্যে মিথ্যে হাঁসপাতালে যেতে চক্ষু লজ্জা

হচ্ছিল—শালা যে ব্যথা ক'রে দিয়ে গেল—এ যে অবিলম্বে যেতে হ'বে—নইলে বাঁচব না।

[উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল ও একটু পরে উঠিয়া]

কিন্তু হাঁসপাতালে গিয়ে তত্ত্ব থেকে রেহাই পেলেও—এ কাবলী-ওয়ালার হাতচিঠে থেকে রেহাই পেলেও—এ ব্যাটার হাত লাঠি থেকে কিছুতেই রক্ষা পাব না—ওহোহো—বাবারে—

জনৈক পাওনাদারের প্রবেশ।

পাওনাদার। এই যে মশায়, মাটীতে পড়ে কেন, ওকি অমন কর্‌ছেন কেন? পাওনাদারকে দেখে নাকি? যাই হ'ক—শুনুন, আমি আর রাখতে পারব না। ডিক্রী জারি কর্‌তে দেব, ভদ্রাসন ব'লে প্রাণে বড় লাগছে, কিঁ ক'র্‌ব—কিছু মনে কর্‌বেন না।

তরুণ। না—না মশায়, কিছু মনে কর্‌ব না। ডিক্রী জারির খাসা সুবিধে হয়ে গেছে, একটু চক্ষু লজ্জাও করতে হবে না। বউ ছেলে পিলে নিয়ে সরেছে—আমি ও স'র্‌ছি। আমায় মুক্তি দিন।

পাওনাদার। তা ছাড়া, আর উপায় কই মশায়, তাহলে তাই হবে—

[প্রস্থান।

তরুণ। না আর কেন, কিসের মায়া—কে কার, এমনি মাগ ছেলে রেখে কত লোক ত ম'রছে। এই সুযোগ—জীবনটার শেষ ক'রে ফেলি। না ক'রে উপায় কি! কোন্‌দিক সামলাব, না হয়—কেরাণী গিরিই বেছে নিয়েছিলাম—তা বলে একটি পয়সা কখনও ত অপব্যবহার করিনি—অতি সন্তর্পণে—সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রতে উঠে প'ড়ে লেগেছিলুম। কিন্তু কই—সামলাতে ত পারলুম না। আজ শত চেষ্টা ক'রেও জোচ্চোর হ'তে চলেছি—

কাল চোর হব, পরশু বাপ্‌দিতোমোর নাম ডুবিয়ে জেলে যাব। না—কেন, কিসের জন্য—ভগবান জানেন আমি দোষী নই. আত্মহত্যায় আমার কোন পাপ নেই। [ভিতরে যাইয়া একগাছি দড়ি লইয়া আসিল] তাই কি—ইংরাজ রাজত্বে ইচ্ছামত মরবার যো আছে! ম'রেও পার পাবার যো নেই—ছ'ড়ে কুটে একাক্কার ক'রে দেবে। (দড়ি পাকাইতে পাকাইতে) বড় লাগবে! কিন্তু উপায় কই। বিষ খেলে অবশ্য এর চেয়ে সুলভে ম'রতে পারা যেত—কিন্তু তা সংগ্রহ ক'র্‌তে গেলে হয় পাব না—না হয়—আর দেরী হ'লে আর মরতে পারব না। কাবলেব্যাটা আবার আসবে ব'লে গেছে। [পুনর্ব্বার দড়ি পাকাইতে পাকাইতে] কত আর যন্ত্রণা হবে—পাঁচ মিনিট না হয় বড় জোর দশ মিনিট! কিস্তিবন্দী করা জীবনভোর যন্ত্রণার কাছে সে অতি তুচ্ছ। দিই গলায় দড়ি, এমন সুবিধে আর পাব না—কেউ নেই—কেউ কাঁদবে না—পারব না? কত স্ত্রীলোক গলায় দড়ি দেয়—আর আমি পারব না—নিশ্চয় পারব। কোথায় ঝুলাই—ঘরের মধ্যে—না—বদ্ধ হ'য়ে আর ম'রব না। ঝুলি ঐ বেল গাছে - তবু দেবতার আশ্রয়—তাই ঝুলি—ভগবান! আমায় পাতকী ক'রনা। [দড়ি বেল গাছে ঝুলাইয়া]

অন্তরালে হর-পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। কি দেখছ নাথ—বেল গাছে গলায় দড়ি দিচ্ছে—

মহাদেব। স্থির হও পার্ব্বতি—স্থির হও—তোমার বাঙ্গালীর ছেলের এতটা সাহস হবে—আমার মনে হয় না।

পার্ব্বতী। প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক প'ড়বে—বেল গাছে যদি আত্মহত্যা

করে—তোমার পূজা আর বাঙ্গালী ক'রবে না। দোহাই তোমার রক্ষা কর। যদি না কর, আমি ঐ দড়িতে ঝুল্‌ব।

মহাদেব। বেশত, ঝুলো এখন—আগে ওকে ঝুল্‌তে দাও না!

তরুণ। কিন্তু বড় লাগবে—বড় আতঙ্ক হচ্ছে, ওঃ ভগবান! প্রাণের মায়াকে এমন ক'রে বড় করেছ—যে, আজ আমি সর্ব্বজীবের ঘৃণ্য হ'য়েও মরতে সাহস পাচ্ছি না! না, মরি গলায় দড়ি দিয়ে, উঃ—না বড় লাগবে—গলাটা একেবারে ছ'ড়ে যাবে।

মহাদেব। বুঝেছ? এখন এগিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি গাছটা লাগিয়ে দাও।

পার্ব্বতী। আমি কোন কথা শুনতে চাই না—ও গলায় দড়ি দিতে পারুক না পারুক কিছু এসে যায় না। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ের অবস্থা দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না, এখনি এই দণ্ডে তাদের ব্যবস্থা কর—নইলে ঐ দড়ি আমি গলায় দেব।

মহাদেব। দেখ—আমিও খুব দুঃখিত। আমি আর একবার বাঙ্গালীকে অবসর দেব। এমন ব্যবস্থা ক'রব—যাতে একজন বাঙ্গালীর ছেলে একদিনের জন্য এতটুকু কষ্ট না পায়। কিন্তু পার্ব্বতি, তারা যদি বুদ্ধির দোষে বা ইজ্জৎ রাখতে বা কোন কারণে সে ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার না করতে পারে, যদি তারা সাধ ক'রে অমৃত ছেড়ে আবার বিষ পান করে, তাহ'লে আমি তাদের মদন ভস্ম করে দেব।

পার্ব্বতী। আশুতোষ—বুক ফেটে যায়। তাদের রক্ষা কর—তারা অভাবের এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে তারা সন্তান কামনা ক'রে না।

মহাদেব। করব—করব—করব। কিন্তু তার আগে রগড় একটু দেখ—

তরুণ। না, বড় লাগবে—সাহসে কুলুচ্ছে না—শুনেছি—হাইড্রোসিনিক

এসিডের শিশি শুধু একবার নাকের কাছে ধ'রলে—এক সেকেণ্ডে প্রাণ বেরিয়ে যায়—কিন্তু তা পাওয়া যায় কি ক'রে—এ দড়িতে বড় ভয় লাগছে। এর চেয়ে আফিম খেয়ে কি জলে ডুবে মরা বোধ হয় ভাল হবে—ওঃ ভগবান—ভগবান—

মহাদেবের প্রকাশ্যে আগমন।

মহাদেব। কি হে—ডাক্‌ছ? এসেছি, কি করতে হবে বল? দড়িগাছটা গলায় দিয়ে দেব?

তরুণ। কে বাবা, রহস্য কর্‌তে এসেছ—স্থান কাল পাত্র কিছুই বোঝ না। যতদূর মনে পড়ে, তোমার কাছে ত দেনা ক'রেছি ব'লে মনে হয় না।

মহাদেব। হাত চিটে দেখবে? আজ প্রায়-তিনবৎসর হল এক পয়সা সুদ দাওনি—আমি কিন্তু ছাড়ছি না—না পাই যদি Body warrant কর্‌ব। তোমার শ্যালী শৈলবালার নামের হ্যাণ্ডনোট মনে পড়ে?

তরুণ। এ্যাঁঃ—এসব কথা তুমি কি ক'রে জানলে! তুমি কে, তোমাকে ত চিনি না।

মহাদেব। যাক—উদ্ধার হ'তে চাও ত—চট ক'রে বেলগাছের উপর উঠে পড়—দড়িটা গলায় দিয়ে ঝুলে পড়—এক মিনিটে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মরতেই হবে যখন ভয় কি? ম্যালেরিয়ায় ম'লে অনেকদিন ধ'রে কষ্ট পাবে—এ বরং এক মিনিটে হ'য়ে যাবে। ভয় পেয়ো না, ওঠ—ওঠ, আমি তোমায় সাহায্য কর্‌ব।

তরুণ। যাও—যাও, পাগলামি কর্‌বার যায়গা অন্যত্র দেখ গে—

মহাদেব। বলি তরুণ বাবু, তোমার দেনা কত? কত টাকা পেলে তুমি স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রতে পার?

তরুণ। দাতা কর্ণ এসেছেন!

মহাদেব। বলি, বলনা মশায়—ঠিক কত টাকা পেলে—আর তোমা কোন কষ্ট থাকবে না?

তরুণ। ওঃ, গৌরী সেন আর কি! দশহাজার—দশহাজার—

মহাদেব। আরে রামঃ—মোটে দশহাজার! তোমার নজর অতি ছো তরুণ বাবু—হাঃ হাঃ হাঃ—

তরুণ। যাঃ যাঃ পাগ্‌লা—ভাগ্‌—

মহাদেব। আচ্ছা মশায়—আমি যদি এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত ক'র পারি—অর্থাৎ এমন ক'রে দিতে পারি—যে, যখন যা চাইবে—তখন তাই পাবে, তা হলে?

তরুণ। আজন্ম কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি এখন আসুন। ভ্যাল পাগলের পাল্লায় পড়া গেল! আদালতের পেয়াদা না কি?

মহাদেব। আচ্ছা, এই শাঁখটা ধর—এই শাঁখে ফুঁ দিয়ে যখন যা চাইবে তখনি তাই পাবে। এখনি ফুঁ দিয়ে দেখতে পার কোন লোকসান হবে না, ভয় নেই—বিশেষতঃ, তুমি ত ম'রতে যাচ্ছিলে। ফুঁ দাও—ফুঁ দিয়ে যা ইচ্ছা চাও—এই শাঁকে ফুঁ দিলেই একটা অনুচর আসবে। তাকে যা চাই, বল্‌বে।

তরুণ। এ ব্যাটার নিশ্চয়ই মতলব আছে—না বাবা—ভাল মন্দ কোন কথা বলা হবে না। এ নিশ্চয় পেয়াদা।

মহাদেব। চুপ করে রইলে যে—তুমি ভাব্‌ছ আমি আদালতের পেয়াদা।

তরুণ। ওরে বাবা—এ যে মনের কথা পড়তে পারে—শাঁকটায় ফুঁ দিই আর চারিদিক থেকে আদালতের পেয়াদা এসে ঘেরাও করুক!

মহাদেব। দেখ, তুমি ভাব্‌ছ—শাঁকে ফুঁ দিলেই চারিদিক থেকে আদালতের পেয়াদা এসে ঘেরাও ক'র্‌বে।

পার্ব্বতী। ওরে বাবা, না। একবার হেলায় হারিয়েছিস, আর অবহেলা করিস নি। সম্মুখে তোর আশুতোষ, প্রণাম কর, আশীর্ব্বাদ নে।

তরুণ। (স্বগতঃ) আত্মহত্যার চেষ্টা ক'র্‌লে জেল হয়—এ নিশ্চয় জেলে দিতে এসেছে।

মহাদেব। ভাব্‌ছ—আমি তোমায় জেলে দেব। হায় বাঙ্গালি—তোমরা ত—বল্‌তে গেলে ম'রে রয়েছ। মরার আবার জেল কি?

তরুণ। এ যে অন্তর্যামীর মত মনের কথা টেনে বার করেছে! প্রভু, আপনি কে?

মহাদেব। নাই বা জান্‌লে—শুধু জেনে রাখ, আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার আয়োজন একবার বৃথা ক'রে স্বেচ্ছায় কেরাণী-গিরির বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছ। না—না—নীলকণ্ঠ হয়েছ ব'ল্‌লে তোমাদের ছোট করা হয়। সে নীলকণ্ঠ ত একদিন বিষ খেয়েছিল—আর বাঙ্গালী-নীলকণ্ঠ—যুগে যুগে—বৎসরে বৎসরে—রেতে দিনে—প্রহরে প্রহরে—দণ্ডে দণ্ডে—পলে বিপলে—বিষ খেয়ে আস্‌ছে। তার চালে ভ্যাজাল—তার ডালে ভ্যাজাল। তার দুধে নর্দ্দমার জল, ময়দায় পাথরের গুড়ো—তার তেলে বিষ—ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি। তার জঙ্গলে ম্যালেরিয়ার গাছ—জলে ওলাউঠার বীজ—বাতাসে যক্ষার নিশ্বাস। সত্যিকার নীলকণ্ঠ কৈলাসে ব'সে ভাব্‌ছে—এই জাত বেঁচে আছে কি ক'রে যাক—এই শেষবার—ধর এই শাঁখ।

(তরুণের ভয়ে ভয়ে শঙ্খ গ্রহণ)

নির্ভয়ে এই শাঁকে ফুঁ দাও—তোমার যা দরকার, হুকুম কর। কিন্তু সাবধান—এ শাঁখের অমর্য্যাদা কখনও ক'র না—

কলির সমুদ্র-মন্থন।

পার্ব্বতী। কি বাবা, দাঁড়িয়ে রইলি যে—বাজা বাজা—একবার দেরী ক'রে সর্ব্বনাশ ক'রেছিস।

পার্ব্বতীর গীত।

তুই আপন দোষে সব হারালি
রইলি ঘরে ব'সে।
ভাগ্য যখন দ্বারে এসে
সাধলে তোরে হেসে হেসে,
তখন তারে তাড়িয়ে দিলি
ইন্দুর রাখতে ক'সে।
(এখন) অসময়ে খুঁজে ফিরিস,
কাঁদিস আপশোষে।

তরুণ। শাঁক বাজিয়ে যা চাইব—তাই পাব! একি সম্ভব! দিই ফুঁ—মরেছি না ম'রতে আছি।

শাঁক বাজাইল ও এক কদাকার অনুচরের প্রবেশ।

প্রভু! এযে ভারি বদ চেহারা—

মহাদেব। চেহারায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি শুধু হুকুম কর, কি চাও—নির্ভয়ে।

তরুণ। যা চাইব—তাই পাব প্রভু! তাই পাব!

মহাদেব। নিশ্চয়—

তরুণ। দেখ, তা'হলে—এক কাপ্—গরম গরম চা—(অনুচরের প্রস্থান।

মহাদেব। হায় হায়—চা চাই—চা চাই—চা চাই।

তরুণ। রাগ কর্‌বেন না প্রভু! বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—আর বিশেষ কারণে সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা অনুভব কর্‌ছি—

অনুচরের চায়ের পেয়ালা লইয়া প্রবেশ—দিয়া প্রস্থান।

আঃ, আঃ, (পান করিতে করিতে) কিন্তু—একি ভেল্কি নাকি!
আঃ, আঃ—

মহাদেব। বেশ—আমরা তবে আসি—

তরুণ। প্রভু! প্রভু! এতে ফুঁ দিলে কি টাকাও পাব!

মহাদেব। যা চাইবে—তাই পাবে—যে অবস্থায় নিজেকে রাখতে চাইবে তাই পারবে। তা ব'লে আকাশের চাঁদ চেও না।

তরুণ। টাকাও আনতে পারবে নাকি! দিই ফুঁ। [তপাকরণ]

অনুচরের প্রবেশ।

দেখ তিনটিশ টাকা আমায় এনে দাও।

অনু। উত্তম—কিন্তু কি আনব? একশ টাকার নোট—না দশ টাকার নোট—না—শুধু টাকা—না—তিনশ টাকর স্রেপ পয়সা?

তরুণ। ওরে বাবা—এ ব্যাঙ্ক নাকি! না-না—ও পয়সায় কাজ নেই—গুনবে কে? ও একশ টাকার নোটও কাজ নেই—আসল কি নকল—কি হবে কে জানে। দশ টাকার নোটই ভাল—চট্ ক'রে চিনতে পারব। (অনুচরের প্রস্থান) প্রভু, রাগ করবেন না। এই টাকার জন্যে একটু আগে কাবলে-ব্যাটা হাড় গোড় ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। মোটে ৫০৲ টাকা ধার ক'রেছিলুম—সুদে আসলে ৩০০৲ টাকা ক'রেছে।

মহাদেব। না—না—রাগ করবার অধিকার আমার নেই—তোমার প্রয়োজন বেশী হয় আরও চাইতে পার।

নোট লইয়া অনুচরের প্রবেশ—নোট দিয়া প্রস্থান।

তরুণ। একি! এযে একেবারে করকরে নোট—না—না—এ জাল নয়

—এই জলের দাগ রয়েছে—এই জলের দাগ র'য়েছে। প্রভু, প্রভু, আপনি সত্যি—না ভেল্কি! এসব থাকবে, না চ'লে গেলেই এ সবও চলে যাবে!

মহাদেব। আমি এখনি যাব—গেলে পরক কোরো (প্রস্থানোদ্যোগ ও ফিরিয়া) হাঁ, একটা কথা বলা হয় নি—বেশ মন দিয়ে শোন—খুব দরকারী কথা। এই শাঁক থেকে তুমি যা পাবে—তোমার প্রতিবেশীরা কিন্তু তার দ্বিগুণ পাবে। অর্থাৎ—তুমি একটা টাকা যদি পাও—তোমার প্রতিবেশীরা দুট পাবে। শুধু টাকা কেন—যে জিনিস যটা পাবে—তোমার প্রতিবেশীরা তার দ্বিগুণ পাবে। এই শাঁখ থেকে লাভবান হ'তে চাও—লাভবান হবে—ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে চাও—ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সম্পদ চাও—সম্পদ পাবে—বিপদ চাও—বিপদ পাবে—কিন্তু ঐ হারে। এখন, বেশ ক'রে বিবেচনা কর—এ শাঁক ব্যবহার করতে পারবে কিনা! তোমার কোন দুঃখ থাকবে না—কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর চেয়ে বড় হ'তে তুমি কখনও পারবে না।

তরুণ। একি কথা বলছেন প্রভু! আমার প্রতিবেশীরা—শুধু প্রতিবেশী কেন—সমস্ত বাঙ্গালী রাজা হ'ক—আমার কোন দুঃখ নাই—কোন ঈর্ষা নাই—আমি দুবেলা পেটপুরে খেতে পেলেই হ'ল। বলতে কি বড় কষ্ট পেয়েছি—এমন দিন গেছে—পাওনাদার এসে কোল থেকে ভাতের থালা লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে—

মহাদেব। উত্তম, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি—আশা করি—এ শাঁখ থেকে বাঙ্গালীর মঙ্গল হবে। আরও আশা করি, এর মর্য্যাদাও রক্ষা হবে।

(সহসা অন্ধকার হইল ও হরপার্ব্বতীর অন্তর্দ্ধান)

ভরুণ। প্রভু, কোথায় তুমি—তা'হলে ভেল্কি নাকি! (আলোজ্বলিল) ভেল্কি ভেল্কি—কই—কই—টাকা কোথা গেল—টাকা কোথা গেল—অতগুলো নোট—একতাড়া—ত্রিশ ত্রিশখানা—কোথা গেল—কোথা গেল—

(পকেটে ট্যাঁকে—চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান)

হায় হায় সব গেল—ভেলকি লাগিয়ে মরতে পর্য্যন্ত দিলে না!

(অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ কাঁচায় নোট—বাঁধা পাইয়া)

না না—আছে—আছে, পেয়েছি—পেয়েছি—এই, এক, দুই, তিন, চার······ত্রিশ। ঠিক সেই নোট—জাল নয়। আয় বেটা কাবলিওয়ালা—শিশ্‌গীর আয়—তোর নাকের উপর টাকা ধ'রে দিই—চলে আয়—চলে আয়—কিন্তু বাবা, চেঁচাচ্ছিত—শাঁক ঠিক আছে ত! প্রভু চ'লে গেছেন—শাঁক ঠিক কাজ ক'র্‌বে ত! দেখি দেখি—(ফুঁ দিল—ও অনুচরের প্রবেশ) হাঁ ঠিক। দেখ—আর একটি হাজার টাকা উপস্থিত। হাজার টাকার নোট —[অনুচরের প্রস্থান] বাড়ীটা উদ্ধার ক'র্‌তে হবে- নইলে ডিক্রীজারি ক'রবে বলেছে—

হাজার টাকার নোট লইয়া অনুচরের প্রবেশ, প্রদান ও প্রস্থান।

হাঁ—হাঁ—এ ঠিক—ঠিক—কিছুতেই এ জাল নয়। চ'লে আয়—ওরে বেটা ডিক্রিওলা—চলে আয়—না—না—সব বেটাদের পিছমোড়া ক'রে বেঁধে আন্‌তে হুকুম দিই—

শাঁকে ফুঁ দিল ও অনুচরের প্রবেশ।

হ্যাঁ, দেখ—এক ব্যাটা কাবলীয়ালাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে আন্‌তে পার্‌বে?—

অনু। আলবৎ পারব—

তরুণ। কাবলীওয়ালা! ইয়ামোটা, ইয়ালম্বা; হাতে বাঁশ—

অনু। নিশ্চয় পারব—

তরুণ। আচ্ছা থাক্—তুমি এখন বিশ্রাম করগে—এর পর ডাকব (অনুচরের প্রস্থান) না—অতটা উতলা হব না। অতটা হৈঃ চৈঃ ক'রব না—কিন্তু প্রাণের ভেতর যেন কি ক'রছে! কি করি—নাচ্‌তে আরম্ভ করি—নইলে Balance রাখ্‌তে পারছি না। ওরে ননি, ওরে খেঁদী—ওরে বউ—হায় হায়—তারা যে চলে গেছে—ওরে, রাগ ক'রে চ'লে গেছে—হায়—হায়—এ সময়ে আমার কেউ নেই! ফিরে আয়—ফিরে আয়—ও রাঙ্গা বউ ফিরে আয়—তোর পায়ে পড়ি ফিরে আয়। ভুসুট ক'রে গয়না গড়িয়ে দেব। চারতলা বাড়ী করে দেব। ফিরে আয়—ফিরে আয়—না, পাঠিয়ে দিই, ফিরিয়ে আনিতে পাঠিয়ে দিই—(শাঁকে ফুঁ দিল) (অনুচরের প্রবেশ) দেখ, আমার পরিবার ছেলে পিলে নিয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছে, এখনও খুব বেশী দূর যায় নি, চট ক'রে ফিরিয়ে আন—কিন্তু একটা কথা, তোমার এ চেহারা দেখে যে তারা ভয় পাবে—

অনু। এ চেহারায় তা'হলে যাব না। আমরা যে কোন মূর্ত্তি ধ'রতে পারি।

তরুণ। যে কোন মূর্ত্তি! বল কি? দেখো বাবা, যেন আমার মূর্ত্তি ধ'রে তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে যেও না।

অনু। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

তরুণ। বেশ বেশ—তা হ'লে এস—খুব চট্ ক'রে আস্‌বে। হ্যাঁ

দেখ—সে কিন্তু বড় রাগ ক'রে গেছে—হয়ত আসবে না। কি ব'লে আনবে বল দেখি ?

অম্বু। বলব—বাবুর হঠাৎ অসুখ হয়ে কেমন কচ্ছেন—শেষ দেখা দেখতে চান্।

তরুণ। বাঃ বাঃ—বেশ—বেশ—যতই রাগ করুক—এ কথায় ঠিক আস্‌বে, না এসে থাকতে পারবে না। যাও—যাও—শীগগির আসবে—

অম্বু। [যাইতে যাইতে] উড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব—

তরুণ। যাক্—এখন একটু স্থির হ'ওয়া যাক্—বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে ভাব যাক—এখন চাকরিটা ছাড়ব কি—না ! কিঃ—এখনও চাকরী—মারি জুত চাকরির মাথায়—গুণে সাত জুত। না—না—এতদিনের পুরোণো চাকরী, ছেড়েই বা সময় কাটাবো কি ক'রে ! দশটা—ছটা, একটা regular habit ও থাকবে—শাঁকে ফুঁ দেবারও যথেষ্ট সময় থাকবে। চাকরী—হাতের পাঁচ, লক্ষ্মী—থাক্ থাক্। আঃ, আবার শরীরটা কেমন ক'রে উঠল—এ আমি উঠছি—না নামছি—ঠিক দাঁড়িয়ে আছি—না পন্‌পন্ ক'রে ঘুরছি। পারছি না—পারছি না—ফের Balance রাখতে পারছি না। নাচি নাচি—না—বুড়ো বয়সে নাচতে পারব না—শুয়ে পড়ি, শুয়ে পড়ি—গড়াগড়ি দিই। [গড়াগড়ি দিতে দিতে] ওরে আমার কি হ'ল রে—আমার কি হ'ল রে—আমি কি ক'রি রে—

ছেলেপুলে লইয়া ভদ্রকালীর প্রবেশ।

ভদ্র। ওগো মাগো—আমার কি হ'লো গো—আমি কি দেখতে এলুম গো—[আছড়াইয়া পড়িল]

তরুণ। ওরে এসেছিস—এসেছিস্! আয়—আঃ—কেল্লা মেরে দিয়েছি, কেল্লা মেরে দিয়েছি! [নাচিতে লাগিল] কি চাস—শীগগির কি চাস—বল্।

ভদ্র। ওগো মাগো—এযে ঘোর বিকার গো! ওগো আমার কি হ'লো গো!

তরুণ। মর্ মর্ চেঁচায়—কি চাস্ বল্না—শিগগীর চা—শিগগীর চা—কি প্যাটানের চুড়ী নিবি—কোন রকমের হার নিবি—ব্রেসলেট—অনন্ত—বল্ বল্—তোর পায়ে পড়ি বল্। ও বাবা নেহু, তুমি কি নেবে? বাবা ননি, তুই কি নিবি? গেঁদী ধন, তুমি কি নেবে? বাবা মেনু—কে কি চাস্ বল্—হুসিয়ার হ'য়ে বল্।

ভদ্র। ওগো মাগো আমার কি হ'লো গো—এযে বিকারের সব লক্ষণ গো—

নেহু। বাবা, আমি টাইসিকিল নেব—

মেনু। বাবা, আমি কাটের ঘোড়া নেব—

খেদু। আমি পুতুল নেব—

ননি। আমি লাট্টু নেব বাবা—

ভদ্র। ওগো আমার কি হ'লো গো—এযে একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে মা!

তরুণ। নাঃ, চেঁচিয়ে লোক জড় ক'রলে! না মরুক—এদের কিছু কিছু না দিলে ও দেখছি বিশ্বাস ক'রবে না।

শাঁকে ফুঁ দিল, কদাকার অনুচরের প্রবেশ।

ভদ্র। ওগো মাগো—এ বিকার নয়—এযে ভূত গো—[পতন ও মূর্চ্ছা]

ছেলেমেয়ে সকলে। ওগো বাবা গো, ধরলে গো (সকলে তরুণকে জড়াইয়া ধরিল]

তরুণ। ওরে ছাড়্ ছাড়্—ওধারে দাঁতকপাটি লেগেছে—ছাড়্—ওরে, জল জল—পাখা—পাখা [অনুচরের প্রস্থান] ছাড়্—ছাড়—

অনুচরের জল ও পাখা লইয়া প্রবেশ।

তরুণ। দে দে মুখে জল দে—ছাড়্—ছাড়্—ওধারে মরে যে—
(ইতিমধ্যে অনুচর ভদ্রকালীর পাশে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল)
ছাড়্—ছাড়্—

ভদ্র। [চেতনা পাইল—কিন্তু পুনর্ব্বার ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া] ওরে—আমায় ও যে ভূতে পেলরে! [পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা]

তরুণ। ছাড়্—ছাড়্—ভয় নেই। যা যা তুই সরে যা-দে-জল পাখা আমায় দে—[বাতাস করিতে লাগিল—ইতিমধ্যে ভদ্র চেতনা পাইল] সামলেছ—সামলেছ ? আঃ বাঁচলুম—ওরে—ওরে তুই যা—টাইসিকিল, কাঠের ঘোড়া—পুতুল—লাট্টু, আর একসুট গিনিসোণার গয়না—আর একটা কষ্টি পাথর নিয়ে আয়—শীগগির যা— [অনুচরের প্রস্থান।

ভদ্র। (একটু উঠিয়া কিন্তু চোখ বুজিয়া) হাঁগা—গয়না কি বল্‌ছ ?

তরুণ। হাঁগো—গয়না—গয়না—পাগলের বালা—ভূতের ওঝা—মূর্চ্ছার ওষুধ—গয়না—গয়না। [অনুচর সমস্ত জিনিস লইয়া আসিল] ঐ সব এনেছে—নে নে—তোদের যার যা পছন্দ হয়, সব নে। [ছেলেরা ছুটে গিয়ে সব নিতে লাগ্‌ল] দে দে গয়নার সুট—আর কষ্টি পাথরটা আমায় দে— [তথাকরণ।

[এক ছেলে টাইসিকিল চ'ড়ে চ'লে গেল—অন্য অন্য ছেলে মেয়েরা যে যা পাইল—তাহা লইয়া নাচিতে নাচিতে এদিক ওদিক চলিয়া গেল]

দেখ—দেখ, এই কষ্টি পাথরে ক'সে দেখ—খাঁটী সোনা—একেবারে চাইনিজ বার। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে—কি দেখ্ ছ—কেমন ক'রে পেলুম—কোত্থেকে পেলুম—সব বলব অখন।

ভদ্র। হাঁগা—মাঝে মাঝে শাঁক বাজাচ্ছ—আমি যে কিছু বুঝ্ তে পারছি না! এ ত পাকা সোণাই বটে!

তরুণ। বুঝতে তুমি চট করে পারবে না—পার না। হাঁসপাতালে যখন যাচ্ছিলুম—তখনও বুঝ্ তে পারিনি। নাও পরে ফেল—পরে ফেল। কেমন দেখায় দেখি— [পরাইয়া দিতে লাগিল।

ভদ্র। হাঁ দেখ—আচ্ছা—এই বলে কি, সদাসর্ব্বদা পরবার জন্যে একগাছি সরু হার হয় না?

তরুণ। সব হবে—সব হবে—সরু মোটা, যেমন তোমার যেখানে ফিট ক'রবে, সব হবে—এখন এস এস—ঘরের লক্ষ্মী—ঘরে এস—হাঁ একটা ফর্দ্দ কর, কি কি চাই—

ভদ্র। হাঁগা—ও শাঁকে ফুঁ দিলে বোধ হয় টাকাও পাওয়া যায়?

তরুণ। পাওয়া যায় কি! পাওয়া গেছে—এই দেখ, গোণ গোণ—এক—দুই—তিন—চার…ত্রিশ খানা, তিনশ টাকা—শ্যালা কাবলীর দেনা শোধ। তারপর এইখানা কতটাকার বলতে পারিস্?

ভদ্র। ওগুলো ত দশ টাকার—এ কত টাকার—

তরুণ। হায়—হায়—কেরাণীর বউ—দশটাকার নোট বই আর চেনে না! এখানা হাজার টাকার। একে শূন্য দশ—দশে শূন্য শ', দশ শ'য়ে হাজার—বাড়ী খালাস্—ডিক্রীদারের মাথায় জুতো মারি।

ভদ্র। দেখ, আমি কিন্তু সাবিত্রী ব্রত নেব এবার—

তরুণ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—যম ব্যাটাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রেখে দেব। সে ব্যাটা রোজ তোর সিঁথের সিঁদুর পরিয়ে দেবে।

ভদ্র। আচ্ছা, তুমি ছাড়া আর কেউ ফুঁ দিলে বুঝি হবে না ?

তরুণ। যে দেবে, শাঁক তারই কথা শুন্‌বে। তাই ত বল্‌ছি, আর এখানে গোলমাল করিস নে। ঘরে চল্‌—শাঁকের সব কথা বল্‌ব—কেমন ক'রে ফুঁ দিতে হয় শেখাব। [হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিতে গেল]

ভদ্র। দেখ—ঘরের গরু নইলে ছেলেগুলোকে পেট পূরে দুধ খাওয়াতে পারা যায় না।

তরুণ। এক—একটা ছেলে—পেছু—একটা করে গাইগরু রাখব—তুই ভাবছিস কেন—আর তোর জন্যে একটা ষাঁড় ঠিক ক'রে দেব—

ভদ্র। (হাসিয়া) আবার ইয়ারকি ক'রছ—

তরুণ। ইয়ারকি কি—ষাঁড়—অন্য কিছুর জন্যে নয়—গোবর হবে—এঁটো ঘুচোবার সুবিধে হবে—

ভদ্র। ষাঁড়ের গোবরে বুঝি শুদ্ধ হয় ?

তরুণ। ওঃ তাও বটে—তা বেশ—চ'ড়ে গঙ্গা নাইতে যাবি—চ—চ—এখন বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে একটা ফর্দ্দ কর্‌—

ভদ্র। দেখ, স্ত্রী ভাগ্যে ধন—একথা তুমি অস্বীকার ক'রতে পারবে না কিন্তু—

তরুণ। নিশ্চয়—স্ত্রী ভাগ্যে ধন—আর স্বামী ভাগ্যে কাবলীঅলার মার—

ভদ্র। দেখ—আমি তোমায় এতদিন বলিনি—আমার বিয়ের পর এক গণৎকার হাত দেখে বলেছিল—আমি একদিন খুব সুখী হব—

তরুণ। সেই গণৎকারের ঠিকানা জানিস্‌ ত বল্‌—পিছমোড়া ক'রে বেধে নিয়ে এসে কিছু বকসিস্‌ দিই। ঠিক গুনেছিল—কেবল গুণতে পারেনি—যে তুই একদিন পাষাণী হ'য়ে আমাকে ত্যাগ ক'রে—বাপের বাড়ী যাবি—

ভদ্র। আমি কি যাচ্ছিলুম—আমার প্রাণ এইখানে প'ড়েছিল—অসাড় দেহটা খানিকদূর গিয়েছিল—তাও ফিরে এল—

তরুণ। বউ, তা'হলে আমাকে ভালবাসিস—

ভদ্র। ভালবাসিনা—!

তরুণ। তাহলে আমার বিকার হয় নি ?

ভদ্র। শত্রুর হ'ক—শত্রুর হ'ক—

তরুণ। হাঃ হাঃ হাঃ—আয় আয়—শাঁকের সব কথা বলি আয়—

উভয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ।

[একটা ছেলে ট্রাইসিকেলে চড়িয়া আসিয়া মাটীতে পড়িয়া পা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল]

নেহু। ওগো মাগো—ওদের ধনার দুখানা ট্রাইসিকেল—আমার একখানা গো—

খেঁদুর পুতুল লইয়া প্রবেশ ও মাটীতে আছাড়।

খেঁদু। ওদের উষি কেন দুট পুতুল নিলে—আমি ও দুট নেব—[ক্রন্দন]

[রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে ভদ্রকালী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল]

[তরুণ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ—ছুটিয়া আসিল]

ভদ্র। মুখে আগুন—মুখে আগুন—অমন শাঁকের মুখে আগুন—যে এতে ফুঁ দেয় তার মুখে আগুন। যে শাঁক দিয়েছে তার মুখে আগুন। আমার এক সুট—ভোঁদার মার দু সুট—!

তরুণ। আহাহা হলেইবা—তোমার ত কোন দুঃখ হবে না—শুধু শাঁকা হাতে ছিলে যে—

ভদ্র। মুখে আগুন—মুখে আগুন। শুধু ভোঁদার মার দু সুট! ভোঁদার মার, পদ্মর পিসীর, সন্ধ্যার জ্যাঠাইমার, রামের খুড়ীর—

লক্ষণের ভাজ্রের তা'হলে সব দু স্মুট! ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার শাঁকের মুখে—বরাতের মাথায়—ঝাঁটা মার।

তরুণ। আহাহা—তাহ'লেই বা—তোমার ত দুঃখ নেই। এতদিন যে দু বেলা পেট পূরে খেতে পেতে না।

ভদ্র। খাওয়ার মুখে আগুন—খাওয়ার মুখে আগুন। ইজ্জৎ খুইয়ে খাওয়া! শাঁখের মুখে আগুন। খাই না খাই—ঘরে প'ড়ে থাকব। ভিক্ষে করব—ছেলের হাত ধ'রে ভিক্ষে করে খাব—তবু এমন খাওয়া খাব না। ভাঙ্গব ভাঙ্গব—শাঁক ভেঙ্গে চুরমার করব—

নেড়ু। বাবা—আমি দুখানা টাইসিকিল নেব—এঁ্যা—এঁ্যা—ধনা কেন দুখানা নিলে—

তরুণ। নিবি—নিবি—দুখানা নিবি, তাই দেব—

ভদ্র। ওরে হারামজাদা ছেলে, নিস্‌নে—নিস্‌নে। ওদের ধনার তা'হলে চারখানা হবে। হায়—হায়—ছেলেগুলোকে শুদ্ধ অপমান করেছে! ভাঙ্গব—ভাঙ্গব—শাঁক ভেঙ্গে তবে আজ জল খাব।

[ছুটিয়া ঘরের ভেতর ঢুকিতে গেল]

তরুণ ভদ্রর একটা হাত তাহার দুট হাতে ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল

তরুণ। না—না—ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও।

[ভদ্র তাহাকে হিঁচড়াইয়া লইয়া যায় দেখিয়া—তরুণ ভদ্রর একটা হাত টানিয়া ধরিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল]

ও বউ, তোর পায়ে পড়ি—ঠাণ্ডা হ——ঠাণ্ডা হ——

ভদ্র। [অনেক টানাটানিতে আর যাইতে না পারিয়া সেইখানে আছড়াইয়া পড়িয়া—চেঁচাইতে লাগিল]

মাগো—আমার কি হ'লো গো—আমায় কার হাতে দিলে গো—

তরুণ। কি বিপদ! আমার যে চাকরীই ভাল ছিল গো।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পল্লীপথ।

পার্ব্বতী সঙ্গিনীগণের গীত।

কেন পরের ভাল দেখতে পারিস না?
বলতে পারিস, কইতে পারিস, সইতে পারিস না!
কারও যদি বরাতে জোটে, মরিস কেন দমটা ফেটে,
পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস, আপনারই নাকটা কেটে!
মাগের কথায় উঠিস্ বসিস্, ভায়ের মুখ ত দেখিস না!
লাগাতে পারিস, ভাঙ্গাতে পারিস, গড়তে পারিস না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তরুণের গৃহ প্রাঙ্গণ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ—পাকা একতালা বাড়ী ইত্যাদি।

তরুণের স্ত্রী ভদ্রকালী—গৃহ কর্ম্মে রত

কিন্তু বকিতেছে—

ভদ্র। বলি—কথা সহ্য ক'রতে না পারিস—আসিস কেন? কে আসতে বলে? কি বলব, ছেলের মাথায় হাত দিইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে—

পদ্মর পিসীর প্রবেশ

পদ্মর পিসী। কি বউ—কি কচ্ছিস লো!

ভদ্র। এই কপার চটকাচ্ছিলো—

প-পিসী। সারাদিন চটকালে খাবি কখন—

ভদ্র। পিণ্ডী চটকাতে সময় লাগে—তা ব'লে কি তোদের পিণ্ডি দিতে সময় লাগবে!

প-পিসী। হাঃ হাঃ হাঃ—তা ভাই—দোতলায় দুখানা ঘর তুলে নে—খাসা হবে। আমি ভাই একতালায় শুতে পারিনে—হাঁপ লাগে। তাই দোতালায় দুখানা অমনি তুলে নিয়েছি—

ভদ্র। বল্‌না—গাছতলায় শুইয়ে ছেড়ে দিই—একদম হাঁফ লাগ্‌বে না তাহ'লে। (স্বগতঃ) কি বল্‌ব, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছি—

কলির সমুদ্র-মন্থন।

প-পিসী। না ভাই—ও আমার কেমন স্বভাব! এই তুই কেমন, এক স্যুট গয়না গায়ে দিয়ে বাড়ীতেও রয়েছিস—নেমতন্নও যাচ্ছিস—আমি কেমন ভাই—তা পারি না। এই যেন, গা ঘিন ঘিন করে। তাই চোখ কাণ বুজে দু স্যুট করিয়ে নিলুম—

ভদ্র। বল্না, হারের বদলে দড়ির টাঁস লাগিয়ে দিই। কি বল্ব—আমরা যে গরীব, পরের হাত তোলায় থাকি।

প-পিসী। না ভাই—গরীব বড়লোকের কথা নয়—এ কেমন আমার নজর হ'য়ে গেছে। তুই একটা গাই গরুর দুধে সারা বছর কেমন চালিয়ে নিচ্ছিস—আমার ভাই দুটো নইলে চ'লে না। একটা গাবিন হল—একটা—

ভদ্র। তা ষাঁড় একটা কেন—দুটো ক'রে নেনা—বারমাস বিয়োবি আর দুধ দিবি।

প-পিসী। ~~আমার—কথা~~ দেখ্—

ভদ্র। কথা আবার দেখ্‌বি কিলো! বলি—আমার একতালা বাড়ী—তোদের দুতালা—আমার একটা গাই, তোদের দুট—আমার এক স্যুট গয়না, তোদের দু স্যুট! কেন জানিস না? এই আমার ভাল মানুষ ভাতারকে—এই সব সতেক্ষোয়ারীরা যে মন্দ ক'রেছে। ভাতার আমার, তাদের দিয়ে থুয়ে যা থাকে—তাই আমায় দেয়।

প-পিসী। আ মর্—যতদূর মুখ—তত্‌দূর কথা—

ভদ্র। আ মর্ মর্ মর্—যে পাতে খাবি—সেই পাতে হাগবি! বলি দু স্যুটত হয়েছে—কর্ দেখি তিন স্যুট! তবে না বল্ব ভাতারের ভাত খাস—

প-পিসী। কর্ব না ত কি! এই আজও যেমন দেখিয়ে যাচ্ছি—তেমনি আবার দেখিয়ে যাব (যাইতে উদ্যত)।

ভদ্র। কর্ দেখি কর্—না করিস ত ভাতারের মাথা খাবি—ছেলে মাথা খাবি, ভাইয়ের মাথা কচমচিয়ে চিবিয়ে খাবি—খাবি—খাবি—খাবি—

প-পিসী। মুখে কুট হবে—হিংসুকী হারামজাদী—

ভদ্র। কি ব'লব—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রেছি নইলে—হাতের নোয়া খুলিয়ে ছেড়ে দিতুম। আমার এক স্নুট—সতে ক্ষোয়ারী ভৈরবী—

প-পিসী। দাঁড়াত—ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝেঁটিয়ে দিয়ে যাই— [প্রস্থান।

ভদ্র। গোবর জল দে—গোবর জল দে—মাগী দালানটা মজিয়ে গেল। মর্ মর্ মর্—কাশী মিত্রের গাদায় যাও—দুট চুলী হ'ক—দুখানা ক'রে কেটে—দুট চুলীতে পোড়াক। কি বলব—ছেলে ছুঁয়ে দিব্যি ক'রেছি। নাঃ—দেব নাকি ফুঁ—দিইনা ঘুচিয়ে সব। আমারও হাত শুধু হ'ক—ওদেরও হাত শুধু হ'ক—না—পোড়ার শাঁককে নোড়া দিয়ে গুড়ুতে ইচ্ছে হচ্ছে—মর্—মর্—মর্—

ঘরের ভিতর প্রবেশ।

তরুণের ১৫।১৬ বছরের পুত্র—গদাইয়ের চুলের মুঠি ধরিয়া মারিতে মারিতে ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। তবেরে হারামজাদা—ভদ্রলোকের মেয়েকে হাতছানি দেওয়া—

[পায়ের জুতা খুলিয়া মারিতে লাগিল]

গদাই। কে হাতছানি দিয়েছে—ওরে বাবারে—মারে—

ভজহরি। দাওনি হাতছানি হারামজাদা! (মারিতে মারিতে)

ভদ্রকালীর প্রবেশ।

ভদ্র। কে রে? গদাই—গদাই—কে রে তুই—ওরে মেরে ফেললে রে—মেরে ফেললে—ছাড়্—ছাড়্—বল্‌ছি— ছাড়্—

ভজহরি। এই যে দিচ্ছি ছেড়ে—(প্রহার) ওর বাবাকে পেলে—তাকেও উত্তম মধ্যম দিয়ে যেতুম—

ভদ্র। বটে—এত বড় আস্পর্দ্ধা—মাগি মিনসে সব একজোট হয়েছো! আচ্ছা—দেখি—হাড় কখানা নিয়ে কি ক'রে ফিরে যাও—(দ্রুত ঘরের মধ্যে যাইয়া শাঁক বাজাইয়া বাহিরে আসিল—)

[অনুচরের আবির্ভাব]

দরওয়ান—দরওয়ান—একটা দরওয়ান—

লাঠি হস্তে একটা দরওয়ানের প্রবেশ।

মার্—মার্—মেরে পাট কাছ্‌া কর্—

ভজহরি। ওরে হেবো—কে আছিস—আয় ত রে—

দুইজন দরওয়ানের প্রবেশ।

মার বেটাকে—আমি এই হারামজাদাকে পিটুই—(গদাইকে প্রহার)

ভদ্র। তবেরে মুখপোড়া মিনসে—দেখি গ্রামে কত লোক আছে—

[পুনর্ব্বার শাঁক বাজাইয়া]

দুজন দরওয়ান—দুজন দরওয়ান—শীগগির শিগগির—

দুজনের প্রবেশ।

মার্—মার্—মার্—কাউকে ফিরে যেতে দিসনি—

ভজহরি। কে কোথায় আছ্—চলে এস সব—বড় বাড় বেড়েছে—

অনুরূপ চার জনের প্রবেশ।

ভজহরি। মার্—মার্—মার্ শালাদের—চুরমার ক'রে ফেলে দে—

[উভয় পক্ষের ঘোরতর লড়াই]

ঊর্দ্ধশ্বাসে তরুণের প্রবেশ।

তরুণ। হাঁ—হাঁ—হাঁ—কি হ'ল—গদাইকে মারছে—বুঝেছি—এই মাগী সর্ব্বনাশ করেছে। [দ্রুত শাঁক লইয়া শাঁকে ফুঁ—] থামিয়ে দাও—থামিয়ে দাও—[সমস্ত লোক চলিয়া গেল]

ভজহরি। [গদাইয়ের চুলের মুটি ধরিয়া] হারামজাদা!

তরুণ। বলি ভজহরি—গদাইকে মারছ কেন?

ভজহরি। মারছ কেন? গুণধর ছেলে যে আমার ভাইজি ছাতে উঠেছিল—তাকে হাতছানি দিচ্ছিল—মারছ কেন!

তরুণ। হাঁরে তুই হাতছানি দিয়েছিলি—

গদাই। [অর্দ্ধ ক্রন্দনের সহিত] না—আমি হাতছানি দিইনি—আমি পার্ট তয়ের ক'রছিলাম।

তরুণ। পার্ট তয়ের কর'ছিলি কিরে?

গদাই। [কাঁদিতে কাঁদিতে] হাঁ আমাদের ক্লাবের থিয়েটারের—

তরুণ। ক্লাবের থিয়েটারের পার্ট তয়ের ক'রছিলি কিরে? ভজহরি বলছে—হাতছানি দিচ্ছিলি—

গদাই। আমাদের ক্লাবে একখানা বই হচ্ছে—তাতে ঐ রকম একটা পার্ট আছে। ভিলেন চরিত্র—একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে হাতছানি দেওয়া—আমি রিহার্সাল দিচ্ছিলুম—

ভজহরি। ওরে হারামজাদা—তুমি রিহার্সাল দিচ্ছিলে—মার্ জুতো—

তরুণ। মশায়—মারবেন না—ও কিছু বদ কাজ করেনি—Act চর্চ্চা করছিল।

ভজহরি। বটে—বাপ ব্যাটা দু জনেই রসিকতা শিখেছো!—

তরুণ। আমার এটা রসিকতা বটে—কিন্তু মশায় যে জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে রক্ত বার ক'রে দিয়েছেন—এটা বোধ হয় রসিকতা নয়—

গদাই। ওগো বাবাগো—[ক্রন্দন]

তরুণ। এই চুপ্, দেখুন আর কেন—যথেষ্ট শাস্তি ত হয়েছে—এতেও যদি ও সায়েস্তা না হয়—বোধ হয় আর হবেনা, যান—

ভজহরি। বেশ—ভবিষ্যতে খুব সাবধানে থাকবে— [প্রস্থান।

গদাই। উঃ—শ্যালা পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে— [ধীরে ধীরে চম্পট]

[ইতিমধ্যে ভদ্রকালী স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে]

তরুণ। না—বউ, নিয়ে আয় হামানদিস্তে—আমি এ শাঁক আজ গুঁড়ুব—আর না—

ভদ্র। চুপ্, চুপ্, আঃ—সব গুলিয়ে দিলে—[তরুণকে ধমক দিল ও পুনর্ব্বার স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল]

হাঁ—হাঁ—ঠিক—ঠিক—ঠিক—না—তা কি ক'রে হয়—বেশত সুবিধে হচ্ছে না। আচ্ছা—আচ্ছা—এই যদি হয়—তা'হলে—তা'হলে—

তরুণ। ও বউ, অমন ক'রছিস কেন? [গায়ে হাত দিয়া ঠেলিল]

ভদ্র। আঃ—আবার সব গুলিয়ে দিলে, শত্তুর—শত্তুর—

তরুণ। একি—মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি—হায়—হায়—কি হ'লো রে বউ—না—না—আর একটু দেরী নয়—ভাঙ্গব ভাঙ্গব—নিগে আয় হামানদিস্তে—

ভদ্র। আঃ—দাঁড়াওনা—আগে সবাইয়ের হাড় গোড় ভাঙ্গি, তারপর—দেখ—তুমি ও ভাব—তুমিও ভাব—এমন একটা কিছু ক'রতে

হবে—যাতে হয় একেবারে দফা রফা—না হয়—হাড়ে হাড়ে জ্ব'লে মরবে—

তরুণ। ও ক'রতে গেলেই ত নিজেদের নাক আগে কাটতে হবে—

ভদ্র। হাঁ হাঁ—সেইটেই ভেবে বার ক'রতে হবে। আচ্ছা—আচ্ছা—আমরা যদি শাঁককে বলি—আমাদের একটা ক'রে পা খোঁড়া কর—

তরুণ। ওদের দুটো পা খোঁড়া হবে—দুটো পা খোঁড়া হবে—ওরে—ওরে, খাসা মতলব—খাসা মতলব—বেঁচে থাক বউ, বেঁচে থাক—দিই শাঁকে ফুঁ—

ভদ্র। থাম থাম—তাতেই বা এমন কি হবে। গাড়ী পাল্কী না হয় চ'ড়েই বেড়াবে। না—না—ভাব—ভাব—একটা কিছু এমন বের ক'রতেই হবে—যাতে হাড়ে-নাড়ে জ্বলে মরবে—

তরুণ। দেখ্ এসেছে—মতলব এসেছে—হাঁ ঠিক এসেছে। ও লক্ষণের জা, পদ্মর পিসী—হ'রের খুড়ি—নবনের মাসী—সব জব্দ হ'য়ে যাবে—

ভদ্র। কি—কি—

তরুণ। ভারি মজা হবে—জ্বলে পুড়ে মরবে—জ্বলে পুড়ে মরবে—

ভদ্র। আঃ—অমন করছ কেন, বলনা ?

তরুণ। দেখ্—তুই একটা সতীন চা—ওদের তা'হলে দুট ক'রে সতীন হবে। হাড়ে-নাড়ে জ্বলে মরবে—হাড়ে-নাড়ে জ্বলে মরবে—হাঃ হাঃ হাঃ—

ভদ্র। এই ভেবেছ! ওরে রসকে—একটায় আর সুবিধে হচ্ছে না! জানানা যুদ্ধে ম'রতে চাও ? তার চেয়ে আমি কেন আর একটা ভাতার চাই না! ওদের দুট ক'রে হবে—বেশ হবে—বেশ হবে। ও, আর একটা ভাতার আমি খুব চালিয়ে নেব। দিই শাঁকে ফুঁ—

তরুণ। না, না, না—সর্ব্বনাশ হবে—ও একেবারে সুন্দউপসুন্দের যুদ্ধ হয়ে যাবে। না না—আমার কিছু আর মাথায় আস্‌ছে না। শাঁক ভাঙ্গ—শাঁক ভাঙ্গ—আর এক দণ্ড দেরী করিস নে—শাঁক ভাঙ্গ—

ভদ্র। [একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া] হয়েছে—হয়েছে—হয়েছে। পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি।

তরুণ। ওরে বল্—বল্—বল্—কি হ'ল বল্—

ভদ্র। পেয়েছি--পেয়েছি—এইবার শাঁকের মন্তর পেয়েছি—পেয়েছি পেয়েছি—পেয়েছি! [নাচিতে লাগিল]

তরুণ। বল্—বল্—শীগ্‌গির বল্—

ভদ্র। কেন বল্‌ব? বলব না। মাথা খাটিয়ে ওষুধ বার ক'রেছি—কেন বল্‌ব? বল্‌ব না। পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি।

তরুণ। বল্ ভাই বল্—

ভদ্র। কেন, তুমি কাচা দাও না? ভাত খাও না? মাগের ভাতার নও? কেন বল্‌ব? বল্‌তে হবে—লাট সাহেবের কেরাণী—অত বুদ্ধি! ভেবে বার কর না? ওরে—পেয়েছি—পেয়েছি—ওরে যেমন রোগ—তেমনি ওষুধ পেয়েছি। ওলো—ও সতেক্ষোয়ারী—ওলো ও পান্তখাকী—ওলো ও হারামজাদী—এইবার দেখব। বাড়ী ঘুচোবো—গয়না ঘুচোবো। হাঃ হাঃ হাঃ—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

তরুণ। বল ভাই বল্—তোর পায়ে পড়ি বল্—

ভদ্র। কিছুতেই বলব না—কিছুতেই বলব না। পেয়েছি—পেয়েছি এতদিনে পেয়েছি—হাঃ হাঃ হাঃ—দে দে শাঁক দে—
(শাঁক লইতে অগ্রসর।)

তরুণ। না—না—আগে তুই বল্—নইলে এখুনি কি বিভ্রাট ঘটাবি।
স্ত্রী বুদ্ধি—প্রলয়ঙ্করী—এখনি একটা হিতে বিপরীত হ'য়ে উঠবে—
দরওয়ান ডেকে সর্ব্বনাশ ক'রেছিলি—

ভদ্র। ওরে শাঁক দে—শাঁক দে—স্ত্রীবুদ্ধির প্রৌড় একবার দেখ্—
শাঁক দে শাঁক দে—

তরুণ। বল্ তোর পায়ে পড়ি—তোর চোদ্দ পুরুষের পায়ে পড়ি—আগে
বল্—

ভদ্র। তুই বল্না—লেখাপড়া শিখেছিস—বি, এ, পাস ক'রেছিস
তুই বল্—

তরুণ। তুই আমায়—তুই মুই ক'রছিস্—

ভদ্র। অপরাধ নিসনে—অপরাধ নিসনে—আমি Balance রাখতে
পারছি না। ওরে, ওরে, আমি কি করব—কি ক'রব—হাঁসব
না কাঁদব! এমনি থাকব—না—কাঁচা দিয়ে কাপড় প'রব।
ওরে কি ক'রব—কি ক'রব—Balance রাখতে পারছি না—
Balance রাখতে পারছি না—দে—দে—শাঁক দে—
শাঁক দে—

[দ্রুত শাঁক লইয়া]

এই—এক ফুঁয়ে সব সাবাড়—এক ফুঁয়ে সব সাবাড়—

শাঁকে ফুঁ দিল ও অনুচরের আবির্ভাব।

ভদ্র। বাবা—আর কোন কামনা নেই—আর তোমায় একদিন ও কষ্ট
দেবনা। বাবা, আমাদের গোষ্টিবর্গের একটি ক'রে চোখ কাণা
কর বাবা—আমাদের গোষ্টিবর্গের একটি ক'রে চোখ কাণা কর

বাবা—কাণা কর। আর একটি কূয়ো ঠিক বাড়ী থেকে বেরুবার দরজার সুমুখে খুঁড়ে দাও—বাস—আর কিছু চাই না।

[অনুচরের প্রস্থান

তরুণ। ওরে—ওরে—তোর কি বুদ্ধি রে বউ—কি বুদ্ধি! বুদ্ধিতে তুই আমার বাবা রে বউ বাবা! আমাদের এক চোখ কাণা হবে—তাদের দুটো চোখই যাবে—অন্ধ হবে—অন্ধ হবে—হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু কূয়ো কাটতে বললি কেন—কূয়ো কাটতে বললি যে

ভদ্র। বুদ্ধিতে তুই আমার বাবা না হ'য়ে—আমি তোর বাবা—এই লজ্জায় ডুবে মরব ব'লে—হাঃ হাঃ হাঃ—

[ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল]

তরুণ। ডুবে মরবি কিরে! ওরে বউ, ডুবে মরবি কিরে—আমি যে অনাথ হব রে—অনাথ হব—[পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ]

পরক্ষণেই একচোখ কাণা ভদ্র ও তরুণ প্রবেশ করিল।

ও বউ—এ যে বাধ বাধ ঠেকছে রে—বাধ বাধ ঠেকছে—

ভদ্র। কিছু না—কিছু না—খাসা দেখছি—খাসা দেখছি—

তরুণ। ওরে—এ বাঁ দিকটা যে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা রে—কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

ভদ্র। খাসা দেখতে পাচ্ছি—খাসা দেখতে পাচ্ছি। একটু মাথাটা, ঐদিকে ঘুরিয়ে দেখ্‌না রে হাঃ হাঃ হাঃ—এইবার শতেক্ষোয়ারীরা অন্ধকার দেখবে—ভাতারের মুখ দেখতে পাবে না—ছেলের মুখ দেখতে পাবে না—গায়ের গয়না দেখতে পাবে না—হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ—

তরণ। ভজহরি শ্যালাও আর গদাইকে দেখতে পাবে না—জুতো খুঁজে পাবে না—হাঃ হাা হাঃ—

[নেপথ্যে—"চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—অন্ধ হলুম অন্ধ হলুম"—অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠ এক সঙ্গে শুনা গেল]

ভদ্র। হাঃ হাঃ হাঃ— [নেপথ্যে—ঝুপ—ঝুপ—শব্দ]

তরণ। কিসের শব্দ—কিসের শব্দ—যেন কি কূয়োর মধ্যে পড়ছে—

ভদ্র। ছুটো ক'রে কূয়ো দরজায়—পড়েনি পড়েনি—জল কতটা দেখছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

[নেপথ্যে—মলুম—মলুম—ডুবে গেলুম—ডুবে গেলুম)

হাঃ হাঃ হাঃ—গয়না শুদ্ধু ডুবছে রে—গয়না শুদ্ধু ডুবছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

তরণ। হাঃ হাঃ হাঃ—ভজহরির আওয়াজ—ভজহরির আওয়াজ—জুতো শুদ্ধু ডুবল রে—জুতো শুদ্ধু ডুবলো—

ভদ্র। হাঃ হাঃ হাঃ—ওরে দেখ্‌ছিস—স্কুল কলেজে না প'ড়ে স্ত্রী বুদ্ধি কত প্রখর! দেখ্‌লি—দেখ্‌লি—বাবা শাঁক—[ফুঁ দিল]

অনুচরের আবির্ভাব।

আর কিছু চাইনা বাবা, শুধু তোমায় প্রণাম করি—তুমি মনস্কামনা সিদ্ধ ক'রেছ—[প্রণাম]

তরণ। আমি শিব ও জানিনা—নন্দী ভৃঙ্গিকে ও চিনিনা—আমি তোকে প্রণাম করি—বউ, তুই আমার দেব্‌তারে—[প্রণাম]

অনুচরের অন্তর্দ্ধান—সেইস্থলে রুদ্রমূর্ত্তি মহাদেব, হস্তে ত্রিশূল—পার্শ্বে পার্ব্বতী, ত্রিশূল ধরিয়া মহাদেবকে নিরস্ত করিতেছেন।

ভদ্র। [উঠিয়া—অর্দ্ধউত্থান অবস্থায়] কে—কে—একি—একি —

মহাদেব। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—এইভাবে কিছুক্ষণ অজ্ঞান—অচৈতন্য হ'য়ে থাক—[ভদ্র ও তরুণ—কাঠের মতন কঠিন হই হাঁটু গাড়িয়া রহিল]

পার্ব্বতি! ত্রিশূল ছাড়—আজ আমি বাঙ্গালীকে ধ্বংস ক'রব—বাঙ্গালী ইতর—অপদার্থ—

পার্ব্বতী। না—না—তুমি জান না প্রভু—এমন অনেক বাঙ্গালী ছিল—বা আছে—যাদের আদর্শে সমগ্র পৃথিবী উজ্জ্বল—

মহাদেব। সেইজন্যই আরও—বাঙ্গালীকে ধ্বংস ক'রব। যাদের দেশে যাদের জাতে, ঋষিতুল্য আদর্শ পুরুষসিংহ সব জন্মগ্রহণ ক'রেছিল—সেই দেশে, সেই জাতের বাঙ্গালী আজ হেয়—ঘৃণ্য—নিজ বাস-ভূমে—পরবাসী। পার্ব্বতি! বাঙ্গালী ঝামা হ'য়ে গেছে—পাটোয়ার হ'য়ে গেছে—নইলে আজ তাদের এই দশা! তাদের কাছে কোন বিবেচনা নেই—তাদের মত—"ভারত উদ্ধার হয়—আমার দ্বারা হ'ক—নইলে যেন হয় না। ধর্ম্ম উদ্ধার হয় আমার দ্বারা হ'ক—নইলে ধর্ম্ম যাক। সুখে থাকি—আমি আর—আর সব—তাদের সর্ব্বনাশ হ'ক।" বাঙ্গলায় বাঙ্গালী আজ অধিবাসী নয়—বাঙ্গলায় বাঙ্গালী আজ উপনিবেশী, প্রবাসী। পৃথিবীর সকল জাতের দাস—না—আমি এই দাস বংশ ধ্বংস ক'রব।

পার্ব্বতী। প্রভু, নাথ, আর একবার সময় দাও—বার বার তিনবার।

মহাদেব। উত্তম, উপস্থিত তোমরা অন্ধ হও—আর যাদের অন্ধ ক'রেছ তারা চক্ষু পা'ক। তোমরা দীন হীন ভিক্ষুকের মত সকল জাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ কর। যতদিন না আত্মসম্মান সঞ্চয় হয়—যতদিন না ভাবতে পার—একজন বাঙ্গালীর অপমান—সারা বাঙ্গালী জাতির অপমান—একজন বাঙ্গালীর সুখ সম্পদ—সারা বাঙ্গলার সুখ সম্পদ—যতদিন প্রীতির-শঙ্খ বাজাতে না পার—পরকে আপনার ক'রতে না পার—ততদিন এমনি দীনহীন হ'য়ে থাক—তারপর, আবার একদিন বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ব—বাঙ্গালীর অদৃষ্ট লিখন পরিবর্ত্তন করা শিবের অসাধ্য—কিঁ না— [হর-পার্ব্বতীর প্রস্থান।

পার্ব্বতী সঙ্গিনীগণের নৃত্যগীত।

কেবল নিজের দোষে।

ও বাঙ্গালি, আবার হ'লি, যে কাঙ্গালী সে কাঙ্গালী,

বুক ফেটে যায় আপশোষে আপশোষে॥

বড় হই, আমি হ'ব, আর কাউকে হ'তে দেবনা,

খেতে হয়, আমি খাব, কাউকে খেতে দেবনা,

পরের উপর রিসে—তোরা গেলি সর্ব্বনাশে।

কেবল নিজের দোষে॥

(ও ভাই) একবারটী ভায়ে ভায়ে, গলায় গলায় হাতটী দিয়ে

ইজ্জৎ ছেড়ে, কোমর বেঁধে ধরনা হাল ক'সে।

(নইলে) সমুদ্র-মন্থন-ঢেউয়ে (তোর যে) রুটী গেল ভেসে॥

কেবল নিজের দোষে॥

যবনিকা।